স্‌রকি কুটে সারা হতে, তোমার মকুট যেতো গড়া গড়ি !
পুলিসের বিচারে শেষে সঁপ্‌তো তোমায় গ্র্যান্‌যুড়ি।
সিঙ্গি মামা টের্‌টা পেতেন ছুটতে হতো উকীল বাড়ি” ॥
গান গেয়ে প্রণাম করে চলে গ্যালেন।

সহরের ইতর মাতালদের (মাতালের বড় ইতর বিশেষ নাই ; মাতাল হলে কি রাজা বাহাদুর, কি প্যালার বাপ গোবরা প্রায় এক মূর্ত্তিই ধরে থাকেন) ঘরে ধরে রাখ্‌বার লোক নাই বলেই আমরা নর্দ্দামায়, রাস্তায়, খানায়, গারদে ও মদের দোকানে মাতলামি কত্তে দেখ্‌তে পাই। সহরে বড় মানুষ মাতালও কম নাই, শুদ্ধ ঘরে ধরে পুরে রাখ্‌বার লোক আছে বলেই তাঁরা বেরিয়ে মাতলামি কত্তে পান না। এঁদের মধ্যে অনেকে এমন মাতলামি করে থাকেন যে, অন্তরীক্ষ থেকে দেখ্‌লে পেটের ভেতর হাত পা সেঁধিয়ে যায় ও বাঙ্গালী বড় মানুষদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা উপস্থিত হয়। ছোট লোক মাতালের ভাগ্যে—চারি আনা জরিবানা,—একরাত্তির গারোদে বা—পাহারাওলাদের ঝোলায় শোয়ার হয়ে যাওয়া ও জমাদারের দুই এক কোঁৎকা মাত্র, কিন্তু বাঙ্গালী বড় মানুষ মাতালদের সকল বিষয়ে শ্রেষ্ঠ। পাকি হয়ে উড়্‌তে গিয়ে ছাত থেকে পড়ে মরা—বাবার প্রতিষ্ঠিত পুকুরে ডোবা, প্রতিমের নকল সিঙ্গি ভেঙ্গে ফেলে, আসল সিঙ্গি হয়ে বসা, ঢাকিরে মার সঙ্গে বিসর্জ্জন দেওয়া, ক্যান্‌টন্‌মেণ্ট ফোর্ট, রেলওয়ে এষ্টেসন্‌ ও অব্‌সনে মদ খেয়ে মাতলামী করে চালান হওয়া। এ সওয়ায় করুণা, গান, বক্‌সিসও বক্তৃতার বেহদ্দ ব্যাপার।

একবার সহরের শামবাজার অঞ্চলের এক বনিদী বড় মানুষের বাড়িতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিলো বাড়ির মেজো

বাবু পাঁচো ইয়ার নিয়ে যাত্রা শুনতে বসেচেন; সাম্‌নে মালিনী ও বিদ্যে "মদন আগুন জ্বলচে দ্বিগুণ কল্লে কি গুণ ঐ বিদেশী" গান করে মুটো মুটো প্যালা পাচ্চে—বছর ষোল বয়সের হুটো (ইট্‌ব্রেড) ছোকরা সখী সেজে ঘুরে ঘুরে খেম্‌টা নাচ্চে। মজ্‌লিসে রূপোর গ্ল্যাসে ব্র্যাণ্ডি চল্‌চে—বাড়ীর টিক্‌টিকী ও সালগ্রাম ঠাকুর পর্য্যন্ত নেশায় চুরচুরে ও ভো! ক্রমে মিলনের মন্ত্রণা, বিদ্যার গর্ব্ভ, রাণীর তিরস্কার, চোরধরা ও মালিনীর যন্ত্রণার পালা এসে পড়্‌লো; কোটাল মালিনীকে বেঁধে মাত্তে আরম্ভ কল্লে—মালিনী বাবু-দের "দোহাই" দিয়ে কেঁদে বাড়ী সরগরম করে তুল্লে—বাবুর চম্‌কা ভেঙ্গে গ্যালো; দেখ্‌লেন কোটাল মালিনীকে মাচ্চে, মালিনী বাবুর দোহাই দিচ্চে অথচ পার পাচ্চে না। এতে বাবু বড় রাগত হলেন "কোন্ বেটার সাধ্যি মালিনীকে আমার কাছে থেকে নিয়ে যায়" এই বলে সাম্‌নের রূপোর গেলাসটি কোটালের রগ ত্যেগে ছুড়ে মাল্লেন—গেলাসটী কোটালের রগে লাগ্‌বামাত্র কোটাল "বাপ"! বলে অমনি ঘুরে পড়্‌লো চারি দিক্ থেকে লোকেরা হাঁ। হাঁ। করে এসে কোটালকে ধরাধরি করে ঘরে নিয়ে গ্যালো—মুকে জলের ছীটে মারা হলো ও অন্য অন্য নানা তদ্বির হলো, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না—কোটালের পো এক ঘাতেই পঞ্চত্ব পেলেন।

আর একবার ঠন্‌ঠনের "র" ঘোষজা বাবুর বাড়ীতে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা হচ্ছিল, বাবু মদ খেয়ে পেকে মজ্‌লিসে আড় হয়ে শুয়ে নাক ডাকিয়ে যাত্রা শুন্‌ছিলেন। সমস্ত রাত বেহুঁসেই কেটে গ্যালো, শেষে ভোর ভোর সময়ে দক্ষিণ মশানে কোটালের হঙ্গামাতে বাবুর নিদ্রা ভঙ্গ হলো—কিন্তু

আমোরে কেষ্টোকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে " কেষ্ট ন্যাও কেষ্ট ন্যাও" বলে খেপে উঠ্‌লেন। অন্য অন্য লোকে অনেক বোজালেন যে, " ধর্ম্ম অবতার! বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নাই" কিন্তু বাবু কিছুতেই বুজলেন না (কৃষ্ট তাঁরে—নিতান্ত নির্দয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনায়) শেষে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগ্‌লেন।

আর এক বার এক গোস্বামী এক মাতাল বাবুর কাছে বড় নাকাল হয়েছিলেন, সেটীও না বলে থাকা গেল না। পূর্ব্বে এই সহরে বেণেটোলায় দ্বিপ্‌চাঁদ গোস্বামীর অনেক গুলি বড় মানুষ শিষ্য ছিল। বারুসিমলের বোস বাবুরা প্রভুর প্রধান শিষ্য ছিলেন। এক দিন আমতার রামহরি বাবু বোস্‌জা বাবুরে এক পত্র লিখ্‌লেন যে, " ভেক নিতে তাঁর বড় ইচ্ছা, কিন্তু গুটি কতক প্রশ্ন আছে, সেগুলি যত দিন পূরণ না হচ্ছে, ততদিন শাক্তই থাক্‌বেন। " বোস্‌জা মহাশয় পরম বৈষ্ণব, রামহরি বাবুর পত্র পেক্ষ্য বড় খুসি হলেন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ ও প্রশ্ন পূরণ করবার জন্যে নদের চাঁদ গোস্বামী মহাশয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রামহরি বাবুর সোণাগাজীতে বাসা। দু চার ইয়ার ও গাইয়ে বাজিয়ে কাছে থাকে। সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরোন-- সকালে বাড়ী আসেন মদও বিলক্ষণ চলে, দু চার নিমগোচের দাঙ্গার দরুণ পুলিসেও দুই এক মোছলেকা হয়ে গিয়েচে। সন্ধ্যার পর সোণাগাজীর বড় জাঁক, প্রতি ঘরে ধুনোর ধোঁ, শাঁকের শব্দ ও গঙ্গাজলের ছড়ার দরুণ হিন্দুধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমন্ত হয়ে সোণাগাজী পবিত্র করেন। নদের চাঁদ গোস্বামী বোস্‌ বাবুর পত্র নিয়ে সন্ধ্যার পর সোণাগাজী ঢুক্‌লেন। গোস্বামীর শরীরটি প্রকাণ্ড, মাথা নেড়া, মধ্যে তরমুজের বোঁটার মত

চৈতনফক্কা। সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপা,নাকে তিলক ও অদৃষ্টে (কপাল) এক থ্যাবড়া চন্দন, হঠাৎ বোধ হয় যেন কাগে হেগে দিয়েচে। গোস্বামীর কলকেতায় জন্ম, কিন্তু কখন সোণাগাজীতে ঢোকেন নাই (সহরের অনেক বেশ্যা গিমলের বা গেঁসায়ের জুরিসডিক্‌সনের ভেতর) গোস্বামী অনেক কষ্টে রামহরি বাবুর বাসায় উপস্থিত হলেন।

রামহরি বাবু কুটী থেকে এসে পাত্র টেনে গোলাপি রকম নেসায় তর্ হয়ে বসেছিলেন। এক মোসাহেব বাঁয়ার সঙ্গতে "অব্ হজরত জাতে লণ্ডন কো" গাচ্চেন, আর এক জন মাতায় চাদর দিয়ে বাইয়ানা নাচের উজ্জ্যুগ কচ্চেন; এমন সময় বোস বাবুর পত্র নিয়ে গোস্বামী মশাই উপস্থিত হলেন। এমন আমোদের সময় একটা ত্রকদ গোঁসাইকে দেখ্‌লে কার না রাগ হয়? সকলেই মনে মনে বড় ব্যাজার হয়ে উঠ্‌লেন, বোস্‌জার অনুরোধেই কেবল গোস্বামী সে যাত্রা প্রহার পরিত্রাণ পান।

রামহরি বাবু বোসজার পত্র পড়ে গোস্বামী মহাশয়কে আদর করে বসালেন। রামা বামুনের হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক দিলে। (হুঁকোটি বাস্তবিক খাঁ সাহেবের) মোসাহেবদের সঙ্গে চোক্‌টেপাটেপী হয়ে গ্যালো। এক জন দৌড়ে কাছের দরজীর দোকান থেকে হয়ে এলেন, এদিকে গাওনা ও ইয়ারকি কিছু সময়ের জন্য পোষ্টপন্ হলো—শাস্ত্রীয় তর্ক হবার উজ্জুগ হতে লাগ্‌লো। গোস্বামী মহাশয় তামাক খেয়ে হুঁকো রেখে নানা প্রকার শিষ্টাচারী কল্লেন, রামহরি বাবুও তাতে বিলক্ষণ ভদ্রতা করেছিলেন।

রামহরি বাবু গোস্বামীকে বল্লেন, প্রভু! বষ্টুম তন্ত্রের কটী বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ আছে; আপনাকে মীমাংসা

আমোরে কেষ্টোকে না দেখে বাবু বিরক্ত হয়ে "কেষ্ট ল্যাও কেষ্ট ল্যাও" বলে খেপে উঠ্‌লেন। অন্য অন্য লোকে অনেক বোজালেন যে, "ধর্ম্ম অবতার! বিদ্যাসুন্দর যাত্রায় কেষ্ট নাই" কিন্তু বাবু কিছুতেই বুজলেন না (কৃষ্ট তাঁরে—নিতান্ত নির্দয় হয়ে দেখা দিলেন না বিবেচনায়) শেষে ভেউ ভেউ করে কাঁদতে লাগ্‌লেন।

আর এক বার এক গোস্বামী এক মাতাল বাবুর কাছে বড় নাকাল হয়েছিলেন, সেটীও না বলে থাকা গেল না। পূর্ব্বে এই সহরে বেণেটোলায় দ্বিপ্‌চাঁদ গোস্বামীর অনেক গুলি বড় মানুষ শিষ্য ছিল। বার্‌সিমলের বোস বাবুরা প্রভুর প্রধান শিষ্য ছিলেন। এক দিন আমতার রামহরি বাবু বোস্‌জা বাবুরে এক পত্র লিখ্‌লেন যে, "ভেক নিতে তাঁর বড় ইচ্ছা, কিন্তু গুটি কতক প্রশ্ন আছে, সেগুলি যত দিন পূরণ না হচ্ছে, ততদিন শাক্তই থাক্‌বেন।" বোস্‌জা মহাশয় পরম বৈষ্ণব, রামহরি বাবুর পত্র পেল্যে বড় খুসি হলেন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের উপদেশ ও প্রশ্ন পূরণ করবার জন্যে নদের চাঁদ গোস্বামী মহাশয়কে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিলেন।

রামহরি বাবুর সোণাগাজীতে বাসা। দু চার ইয়ার ও গাইয়ে বাজিয়ে কাছে থাকে। সন্ধ্যার পর বেড়াতে বেরোন-- সকালে বাড়ী আসেন মদও বিলক্ষণ চলে, দু চার নিমগোচের দাঙ্গার দরুণ পুলিসেও দুই এক মোহলেকা হয়ে গিয়েচে। সন্ধ্যার পর সোণাগাজীর বড় জাঁক, প্রতি ঘরে ধুনোর ধোঁ, শাঁকের শব্দ ও গঙ্গাজলের ছড়ার দরুণ হিন্দুধর্ম্ম যেন মূর্ত্তিমন্ত হয়ে সোণাগাজী পবিত্র করেন। নদের চাঁদ গোস্বামী বোস্‌ বাবুর পত্র নিয়ে সন্ধ্যার পর সোণাগাজী ঢুক্‌লেন। গোস্বামীর শরীরটি প্রকাণ্ড, মাথা নেড়া, মধ্যে তরমুজের বোঁটার মত

চৈতনফক্কা। সর্ব্বাঙ্গে হরিনামের ছাপা,নাকে তিলক ও অদৃষ্টে (কপাল) এক খ্যাবড়া চন্দন, হঠাৎ বোধ হয় যেন কাগে হেগে দিয়েচে। গোস্বামীর কলকেতায় জন্ম, কিন্তু কখন সোণাগাজীতে ঢোকেন নাই (সহরের অনেক বেশ্যা শিষ্যদের মা গোঁসায়ের জুরিসডিক্সনের ভেতর) গোস্বামী অনেক কষ্টে রামহরি বাবুর বাঁসায় উপস্থিত হলেন।

রামহরি বাবু কুটী থেকে এসে পাত্র টেনে গোলাপি রকম নেসায় তর্ হয়ে বসেছিলেন। এক মোসাহেব বাঁয়ার সঙ্গতে "অব্ হজরত জাতে লণ্ডন কো" গাচ্চেন, আর এক জন মাতায় চাদর দিয়ে বাইয়ানা নাচের উজ্জুগ কচ্চেন; এমন সময় বোস বাবুর পত্র নিয়ে গোস্বামী মশাই উপস্থিত হলেন। অমন আমোদের সময় একটা ব্রকদ গোঁসাইকে দেখ্লে কার না রাগ হয়? সকলেই মনে মনে বড় ব্যাজার হয়ে উঠ্লেন, বোসজার অনুরোধেই কেবল গোস্বামী সে যাত্রা প্রহার পরিত্রাণ পান।

রামহরি বাবু বোসজার পত্র পড়ে গোস্বামী মহাশয়কে আদর করে বসালেন। রামা বামুনের হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক দিলে। (হুঁকোটি বাস্তবিক খাঁ সাহেবের) মোসাহে-বদের সঙ্গে চোক্ টেপাটেপী হয়ে গ্যালো। এক জন দৌড়ে কাছের দরজীর দোকান থেকে হয়ে এলেন, এদিকে গাওনা ও ইয়ারকি কিছু সময়ের জন্য পোষ্টপন্ হলো—শাস্ত্রীয় তর্ক হবার উজ্জুগ হতে লাগ্লো। গোস্বামী মহাশয় তামাক খেয়ে হুঁকো রেখে নানা প্রকার শিষ্টাচারী কল্লেন, রামহরি বাবুও তাতে বিলক্ষণ ভদ্রতা করেছিলেন।

রামহরি বাবু গোস্বামীকে বল্লেন, প্রভু! বষ্টুম তন্ত্রের কটী বিষয়ে আমার বড় সন্দেহ আছে; আপনাকে মীমাংসা

করে দিতে হবে ; প্রথম" কেষ্টর সঙ্গে রাধিকার মামী-সম্পর্ক, তবে ক্যামন করে কেষ্ট রাধারে গ্রহণ কল্লেন ?"

দ্বিতীয়, "এক জন মানুষ (ভাল দেবতাই হলো) যে ষোল শত স্ত্রীর মনোরথ পূর্ণ করেন, এবা কি কথা ? "

তৃতীয়, " শুনেচি কেষ্ট দোলের সময় মেড়া পুড়িয়ে খেয়েছিলেন, তবে আমাদের মটন চাপ্ খেতে দোষ কি ? আর বৈষ্ণবদের মদ খেতে বিধি আছে, দেখুন বলরাম দিন রাত মদ খেতেন, কৃষ্ণও বিলক্ষণ মাতাল ছিলেন।" প্রশ্ন শুনেই গোস্বামীর পিলে চম্‌কে গ্যালো, পালাবার পথ দেখ্‌তে লাগ্‌লেন ; এদিকে বাবুর দলে মুচ্‌কে হাসি, ইসারা ও রূপোর গেলাসে দাওয়াই চল্‌তে লাগ্‌লো। গোস্বামী মনের মত উত্তর দিতে পারলেন না বলে এক জন মোসাহেব বলে উঠ্‌লো "হুজুর! কালীই বড়, দেখুন - কালীতে ও কেষ্টতে কপুরুষের অন্তর, কালীর ছেলে কার্ত্তিক—তার বাহন ময়ূরের যে ল্যাজ—তাই কেষ্টোর মাতার উপর, সুতরাং কালীই বড়। একথায় হাঁসির তুফান উঠ্‌লো। গোস্বামী মিষ্ট স্বভাবগুণে গোঁয়ার্‌তিমোয় গরম হয়ে পিটটানের পথ দেখ্‌বেন কি এমন সময় এক জন মোসাহেব গোস্বামীর গায়ে টলে পড়ে তিলক ও টিপ জিব দিয়ে চেটে ফেল্লে, আর এক জন "কি কর" ! " কি কর" ! বলে টিকিটি কেটে নিলেন। গোস্বামী ক্রমে শ্রাদ্ধ গড়ায় দেখে—জুতো ও হরিনামের থলি ফেলে চোঁচা দৌড়ে রাস্তায় এসে হাঁপ ছাড়লেন! রামহরি বাবু ও মোসাহেবদের খুসির সীমা রইলো না – অনেক বড় মানুষে এই রকম আমোদ বড় ভাল বাসেন ও অনেক স্থানে প্রায়ই এই রূপ ঘটনা হয়।

কলকেতা সহরে প্রতিদিন নতুন নতুন মাতলামি দেখা

যায় ; সকল গুলি সৃষ্টি ছাড়া ও অদ্ভুত! চোরবাগানে দনু-কর্ণ মিত্তির বাবুর বাপ, ন্যাট ড্রাইব মন্‌কিসন্‌ কোম্প নির বাড়ির মুচ্ছুদ্দি ছিলেন, এ সওয়ায় চোটা ও কোম্পানির কাগজেরও ব্যাবসা কত্তেন। দনু বাবু কালেজে পড়েন, এক জামিন্‌ পাস করেচেন, লেক্‌চার শোনেন ও মধ্যে মধ্যে ইং-রাজি কাগজে আরটিকেল লেখেন। সহরের বাঙ্গালী বড় মানুষের ছেলেদের মধ্যে প্রায় অনেকে বিবেচনায় গাধার বেহদ্দ ও এমনি সূক্ষ্মবুদ্ধি যে নেই বল্লেও বলা যায়, লেখা পড়া সিকৃতে আদবে ইচ্ছা নাই, প্রাণ কেবল ইয়ারকির দিকে দৌড়োয়, স্কুল যাওয়া কেবল বাপ মার ভয়ে অস্মদ গেলা গোছ! সুতরাং একজামিন্‌ পাস কর্‌বার পূর্ব্বে দনুকর্ণ বাবু চার ছেলের বাপ হয়েছিলেন ও প্রথম মেয়েটির বিবাহ পর্য্যন্ত হয়ে গিছ্‌লো। দনু বাবুর দু চার স্কুল ফ্রেণ্ড সর্ব্বদা আস্‌-তেন যেতেন, কখন কখন লুকিয়ে চুরিয়ে — চরসটা, মাজমের বরপীখানা, সিদ্দিটে আস্‌টাও চল্‌তো—ইচ্ছা থানা এক আদ্‌দিন সেরিটে, স্যামপিন্‌টারও আস্বাদ নেওয়া হয়, কিন্তু কর্ত্তা স্বকলমে রোজগার করে বড় মানুষ হয়েছেন, সুতরাং সকল দিকে চোক রাখেন ও ছেলেদের উপরেও সর্ব্বদা তাইঁস করে থাকেন, সেই দবদবাতেই! ব্যাঘাত পড়েছিল!

সময়ক্রমেকেসনে কালেজ বন্দ হয়েচে—স্কুলমাষ্টারেরা লোকের বাগানে বাগানে মাচ্‌ ধরে ও বাজার করে ব্যাড়া-চ্ছেন। পণ্ডিতরা দেশে গিয়ে লাঙ্গল ধরে চাস্‌বাস্‌ আরম্ভ করেচেন (ইংরাজি স্কুলের পণ্ডিত প্রায় ঐ গোছেরি দেখা যায়) দনু বাবু সন্ধ্যার পর দুই চার স্কুল ফ্রেণ্ড নিয়ে পড়বার ঘরে বসে আছেন ; এমন সময় কালেজের প্যারি বাবু চাদরের ভিতর এক বোতল ব্রাণ্ডি ও একটা সেরি নিয়ে অতি সন্ত-

পাঁশে ঘরের ভিতর ঢুক্‌লেন। প্যারী বাবু ঘরে ঢোকবামাত্রই চার দিকের দোর, জান্‌লা বন্দ হয়ে গ্যাল—প্রথমে বোতলটি অতি সাবধানে খুলে (বেরালে চুরি করে দুদ্‌ খাবার মত করে) অত্যন্ত সাবধানে চল্‌তে লাগ্‌লো—ক্রমে ব্রাণ্ডি অন্তর্দ্ধান হলেন—এ দিকে বাবুদের মেজাজও গরম হয়ে উঠ্‌লো; দোর, জানলা খুলে দেওয়া হলো; চেঁচিয়ে হাসি ও গররা চল্‌তে লাগলো, শেষে সেরিও সমীপস্থ হলেন, সুতরাং ইংরাজি ইস্পিচ ও টেবিল চাপড়ানো চল্লো,—ভয় লজ্জা পেয়ে পালিয়ে গ্যাল। এ দিকে দনু বাবুর বাপ চণ্ডীমণ্ডপে বসে মালা ফিরোচ্ছিলেন, ছেলেদের ঘরের দিকে হঠাৎ চীৎকার ও রৈ রৈ শুনে গিয়ে দেখলেন বাবুরা মদ খেয়ে মত্ত হয়ে চীৎকার ও হৈ হৈ কচ্চেন, সুতরাং বড়ই ব্যাজার হয়ে উঠলেন ও দনু বাবুকে যাচ্ছে তাই বলে গাল মন্দ দিতে লাগলেন। কর্ত্তার গালাগালে এক জন ফেুও খড়ই চটে উঠলেন ও দনু তার সঙ্গে ভেড়ে গিয়ে কর্ত্তাকে একটা ঘুসি মাল্লেন, কর্ত্তার বয়স অধিক হয়েছিলো, বিশেষত ঘুসোটি ইয়ংবেঙ্গালি (বাঁছুরের বাড়া) ঘুসি খেয়ে একেবারে ঘুরে পড়লেন; বাড়ির অন্য অন্য পরিবারেরা হাঁ! হাঁ! করে এসে পড়লো, গিন্নী বাড়ির ভেতর থেকে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বেরিয়ে এলেন ও বাবুকে যথোচিত তিরস্কার কত্তে লাগ্‌লেন। তিরস্কার, কান্না ও গোলযোগের অবকাশে ফেুওরা পুলিসের ভয়ে সকলেই চম্পট দিলেন। এ দিকে বাবুর করুণা উপস্থিত হলো ও মার কাছে গিয়ে বল্লেন, "মা বিদ্দেসাগর বেঁচে থাক্! তোমার ভয় কি! ও ওল্‌ড ফুল মরে যাক্ না কেন, ওকে আমরা চাইনি, এবারে মা এমন বাবা এনে দেবো যে তুমি, বাবা ও আমি একত্রে তিন জনে বসে হেলথ্ করবো, ও ওল্‌ড ফুল

মরে যাক্, আমি কোয়াইট রিফরম্‌ড বাবা চাই।”

রামকালী মুখোপাধ্যায় বাবু সুপ্রিমকোর্টের মিস্থুয়ার্স, থিফ্ রোগ এণ্ড পিকৃপকেট উকীল সাহেবদের আফিসের খাতাঞ্জী। আফিসের ফের্‌তা রাধাবাজার হয়ে আসচেন ও দুধারি দোকানও ফাক্ যাচ্চে না—পাগড়িটে এলিয়ে পড়েছে, ধুত্তি খুলে হতুলি কুতুলি পাকিয়ে গেছে, পাও বিলক্ষণ টল্‌চে, ক্রমে যোড়াসাঁকোর হাঁড়িহাটায় এসে একেবারে এড়িয়ে পড়্‌লেন, পা যেন খোঁটা হয়ে গেড়ে গ্যাল, শেষে বিলক্ষণ হবু চবু হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন! ঠাকুর বাবুদের বাড়ির এক জন চাকর সেই সময় মদ খেয়ে টল্‌তে টল্‌তে যাচ্ছিল। রাম বাবু তাকে দেখে “আরে ব্যাটা মাতাল” বলে টলে সরে দাঁড়ালেন। চাকর মাতাল থেমে জিজ্ঞাসা কল্লে “তুই শালা কে রে আমায় মাতাল বল্লি!” রাম বাবু বল্লেম আমি রাম! চাকর বল্লে “আমি তবে রাবণ” রাম বাবু—“তবে যুদ্ধং দেহি” বলে যেমন তারে মাত্তে যাবেন, অমনি নেঁশার ঝোকে ধুপুস করে পড়ে গেলেন। চাকর মাতাল তাঁর বুকের উপর চড়ে বস্‌লো। থানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সেই সময় রোঁদ ফিরে যাচ্ছিলেন, চাকর মাতাল কিছু ঠিকে ছিল; পুলিসের সার্জ্জন দেখে তাঁরে ছেড়ে দিয়ে পালাবার উদ্‌যোগ কল্লে রাম বাবুও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে দেখেছিলেন, এখন রাবণকে পালাতে দেখে ঘৃণা প্রকাশ করে বল্লেন “ছি বাবা” “এখন রামের হনুমান্‌কে দেখে ভয়ে পালালে! ছি”

রবিবারটা দেখ্‌তে দেখ্‌তে গ্যালো, আজ সোমবার—শেষ পুজোর আমোদ, চোহেল ও ফর্‌রার শেষ, আজ বাই, খ্যামটা, কবি ও কেত্তন।

বাইনাচের মজ্‌লিস চূড়োন্ত সাজানো হয়েচে, গোপাল

মল্লিকের ছেলের ও রাজা বেজেন্দরের কুকুরের বের মজ্‌লিস্‌ এর কাছে কোথায় লাগে? চক্‌ বাজারের প্যালানাথ বাবু বাই মহেলর ডাইরেক্‌টরী, সুতরাং বাই ও খ্যাম্‌টা নাচের সমুদায় ভার তাঁকেই দেওয়া হয়েছিলো। সহরের নন্নী, নুন্নী, মুন্নী, খন্নী, ও সন্নী প্রভৃতি ডিক্রী, মেডেল ও সার্‌টফিকেট-ওয়ালা বড় বড় বাইয়েরা ও গোলাপ, শাম, বিন্দু, খুন্দু, মণি ও চুণী প্রভৃতি খ্যাম্‌টাওয়ালিরা নিজ নিজ তোবড়া তুব্‌ড়ি সঙ্গে করে আস্‌তে লাগ্‌লেন—প্যালানাথ বাবু সকলকে মা গোঁসা-ইয়ের মত সমাদরে রিসিভ্‌ কচ্চেন—তাঁদেরও গরবে মাটিতে পা পড়্‌চে না।

প্যালানাথ বাবুর হীরের ওয়াচ গারডে ঝোলান আধুলির মত মেকাবী হন্টীংএর কাঁটা নটা পেরিয়েচে। মজ্‌লিসে বাতীর আলো শরদের জ্যোৎস্নাকেও ঠাট্টা কচ্চে, সারঙ্গের কোঁয়া কোঁয়া ও তবলা মন্দিরের ঝুনু ঝুনু তালে "আরে সাঁইয়া মোরারে তেরি মেরো জানিরে" গানের সঙ্গে এক তায়ফা মজ্‌লিস্‌ রেখেছে। ছোট ছোট "ট্যামল" "হামা-মা" ও "তাজিয়া এ কোণ থেকে ও কোণ এ চৌকি থেকে ও চৌকি" করে ব্যাড়াচেন (অধ্যক্ষদের ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা) এমন সময় এক খানা চেরেট গুড়্‌ গুড় করে বারো-ইয়ারি তলায় "গড্‌ সেভ্‌ দি কুইন" লেখা গেটের কাছে থাম্‌লো। প্যালানাথ বাবু দৌড়ে গ্যালেন— গাড়ি থেকে জরি ও কিংখাপ মোড়া জরির জুতো শুদ্ধ একটা দশ মুনী তেলের কুপো ও এক কুটে মোসাহেব নাব্‌লেন, কুপোর গলায় শিকলের মত মোটা চেন ও আঙ্গুলে আঠারটা করে ছত্রিশটা আংটি—

প্যালানাথ বাবুর এক জন মোসাহেব "বড় বাজারের

পচ্চু বাবু তুলোর ও পিস্ গুডের দালাল বিস্তর টাকা! বেস লোক” বলে চেঁচিয়ে উঠ্‌লেন, পচ্চু বাবু মজ্‌লিসে ঢুকে মজ্‌লিসের বড় প্রশংসা কল্লেন, প্যালানাথ বাবুকে ধন্যবাদ দিলেন, উভয়ে কোলাকুলী হলো, শেষ পচ্চু বাবু প্রতিমে ও মাতাল মাতাল সংএদের ভক্তি ভরে প্রণাম কল্লেন (যথা কেষ্ট বলরাম হনুমান প্রভৃতি) ও বাইজীকে সেলাম করে দুখানি আমেরিকান চৌকী জুড়ে বস্‌লেন, দুটি হাত, এক কুড়ি পানের দোনা, চাবির থোলো ও রুমালের জন্য আপাতত কিছুক্ষণের জন্য আর দুখানি চৌকী ইজারা নেওয়া হলো, কুটে মোসাহেব পচ্চু বাবুর পেছন দিকে বস্‌লেন, সুতরাং তাঁরে আর কে দেখ্‌তে পায় বড় মানুষের কাছে থাক্‌লে লোকে যে “পর্ব্বতের আড়ালে আছো” বলে থাকে, তাঁর ভাগ্যে তাই ঠিক্ ঘট্‌লো।

পচ্চু বাবুর চেহারা দেখে বাই আড়ে আড়ে চেয়ে হাঁস্‌ছে, প্যালানাথ বাবু আতোর, পান, গোলাব ও তোর্‌রা দিয়ে খাতির কচ্চেন' এমন সময় গেটের দিকে গোল উঠ্‌লো—প্যালানাথ বাবুর মোসাহেব হীরেলাল রাজা অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুরকে নিয়ে মজ্‌লিসে এলেন।

রাজা বাহাদুরের গিল্টী করা থালা ভরা আশা সকলের নজর পড়ে এমন জায়গায় দাঁড়ালো। অঞ্জনারঞ্জন দেববাহাদুর গৌরবর্ণ দোহারা—মাথায় খিড়কীদার পাগ্‌ড়ী—জোড়া পরা—পায়ে জরির লপেটা জুতো, বদ্‌মাইসের বাদ্‌সা! ও ন্যাকার সর্দ্দার! বাই, রাজা দেখে কাচ্‌ বাগে সরে এসে নাচ্‌তে লাগ্‌লো “পুজোর সময় পরবস্তি হই যেন” বলেই তবল্‌চী ও শারীঙ্গেরা বড় রকমের সেলাম বাজালে বাজে লোকেরা সং ও বাই ফেলে কোন অপরূপ জানোয়ারের মত রাজা

বাহাদুরকে এক দৃষ্টে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন।

ক্রমে রাত্তিরের সঙ্গে লোকের ভিড় বাড়্‌তে লাগ্‌লো, সহরের অনেক বড় মানুষ রকম রকম পোসাক পরে একত্র হলেন, নাচের মজ্‌লিস্‌ রন রন কত্তে লাগ্‌লো; বীরকৃষ্ণ দাঁর আনন্দের সীমা নাই, নাচের মজ্‌লিসের কেতা ও শোভা দেখে আপনা আপনি কৃতার্থ হলেন, তাঁর বাপের শ্রাদ্ধে বামুন খাইয়েও এমন সন্তুষ্ট হতে পারেন না।

ক্রমে আকাশের তারার মত মাথালো মাথালো বড় মানুষ মজ্‌লিস থেকে খস্‌লেন, বুড়োরা সরে গ্যালেন, ইয়ার গোচের ফচকে বাবুরা ভাল হয়ে বসলেন, বাইরা বিদেয় হলো—খ্যামটা আসরে নাবলেন।

খ্যামটা বড় চমৎকার নাচ। সহরের বড় মানুষ বাবুরা প্রায় কি রবিবারে বাগানে দেখে থাকেন। অনেকে ছেলে পুলে, ভাগ্‌নে ও জামাই সঙ্গে নিয়ে, একত্রে বসে—খ্যামটার অনুপম রসাস্বাদনে রত হন। কোন কোন বাবুরা স্ত্রীলোক-দের উলঙ্গ করে খ্যামটা নাচান—কোন খানে কিস না দিলে প্যালা পায় না—কোথাও বল্‌বার যো নয়।

বারোইয়ারি তলায় খ্যামটা আরম্ভ হলো, যাত্রার যশো-দার মত চেহারা দুজন খ্যামটাওয়ালি ঘুরে কোমর নেড়ে নাচ্‌তে লাগলো, খ্যামটাওয়ালারা পেছন থেকে "ফণির মাথার মণি চুরি কল্লি, বুঝি বিদেশে বিঘোরে পরাণ হারালি" গাচ্চে, খ্যামটাওয়ালিরা ক্রমে নিমন্তন্নেদের সকলের মুখের কাছে এগিয়ে অগ্‌গরদানি ভিকিরির মত প্যালা আদায় করে তবে ছাড়লেন! রাত্তির দুটোর মধ্যেই খ্যামটা বন্দ হলো—খ্যামটাওয়ালিরা অধ্যক্ষ মহলে যাওয়া আসা কত্তে লাগ্‌লেন, বারোইয়ারি তলা পবিত্র হয়ে গ্যালো।

কবি। রাজা নবকৃষ্ণ কবির বড় পেট্রন ছিলেন। ইংলণ্ডের কুইন এলিজেবেথের আমলে যেমন বড় বড় কবি ও গ্রন্থকর্ত্তা জন্মান, তেমনি তাঁর আমলেও সেই রকম রাম বসু, হরু, নিলু, রামপ্রসাদ ঠাকুর ও জগা প্রভৃতি বড় বড় কবিওয়ালা জন্মায়। তিনিই কবি গাওনার মান বাড়ান, তাঁর অনুরোধে ও দ্যাখা দেখি অনেক বড় মানুষ কবিতে মাতলেন। বাগবাজারের পক্ষীর দল এই সময় জন্ম গ্রহণ করে। শিবচন্দ্র ঠাকুর (পক্ষীর দলের সৃষ্টিকর্ত্তা) নবকৃষ্ণর এক জন ইয়ার ছিলেন। শিবচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বাগবাজারের রিফরমেসনে রামমোহন রায়ের সমতুল্য লোক—তিনি বাগবাজারেদের উড়তে শেখান। সুতরাং কিছু দিন—বাগবাজারেরা সহরের টেক্কা হয়ে পড়েন। তাঁদের এক খানি পবলিক আটচালা ছিলো, সেই খানে এসে পাকি হতেন, বুলি ঝাড়তেন ও উড়তেন—এ সওয়ায় বোস পাড়ার ভেতরেও দু চার গাঁজার আড্ডা ছিলো। এখন আর পক্ষীর দল নাই, গুখুরি ও ঝকমারির দলও অন্তর্দ্ধান হয়ে গেছে, পাকিরা বুড়ো হয়ে মরে গেছেন, দু একটা আহ্-মরা বুড়ো গোছের পক্ষী এখনও দেখা যায়, দল ভাঙ্গা ও টাকার খাঁকতিতে মন মরা হয়ে পড়েচে সুতরাং সন্ধ্যার পর ঝুমুর শুনে থাকেন। আড্ডাটি মিউনিসিপাল কমিসনরেরা উঠিয়ে দেছেন, অ্যাখন কেবল তার রুইনমাত্র পড়ে আছে। পূর্ব্বের বড় মানুষেরা এখনকার বড় মানুষদের মত ব্রিটিস্ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েসন, এড্রেস, মিটিং ও ছাপাখানা নিয়ে বিব্রত ছিলেন না, প্রায় সকলেরই একটি একটি রাঁড় ছিল, (এখনও অনেকের আছে) বেলা দুপুরের পর উঠতেন, আহ্নিকের আড়ম্বরটাও বড় ছিলো—দু তিন ঘন্টার কম আহ্নিক শেষ হতো না; তেল মাখতেও ঝাড়া চার ঘন্টা

লাগ্‌তো—চাকরের তেল্‌ মাখানীর শব্দে ভূমিকম্পো হতো—বাবু উলঙ্গ হয়ে তেল্‌ মাখতে বস্‌তেন, সেই সময় বিষয় কর্ম্ম দেখা, কাগজ পত্রে সই ও মোহর চলতো, আচাঁবার সঙ্গে সঙ্গেই সূর্য্যদেব অস্ত যেতেন। এদের মধ্যে জমিদারেরা রাত্তির দুটো পর্য্যন্ত কাছারি কত্তেন; কেউ অমনি গাওনা বাজ্‌না জুড়ে দিতেন। দলাদলির তর্ক কত্তেন ও মোসাহেবদের খোসামুদিতে ফুলে উঠ্‌তেন—গাইয়ে বাজিয়ে হলেই বাবুর বড় প্রিয় হতো, বাপান্ত কল্লেও বক্‌সিস্‌ পেতো, কিন্তু ভদ্দর লোক বাড়ি ঢুক্‌তে পেতো না; তার বেলা ল্যাঙ্গা তরওয়া-লের পাহারা, আদব কায়দা! কোন কোন বাবু সমস্ত দিন ঘুমুতেন—সন্ধ্যার পর উঠে কাজ কর্ম্ম কত্তেন—দিন রাৎ ছিল ও রাত্‌ দিন হতো। রামমোহন রায়, গুপিমোহন দেব, গুপিমোহন ঠাকুর, দ্বারিকানাথ ঠাকুর ও জয়কৃষ্ণ সিংহের আমোল অবধি এই সকল প্রথা ক্রমে ক্রমে অন্তর্দ্ধান হতে আরম্ভ হলো, (বাঙ্গালীর প্রথম খবরের কাগজ) সমাচার চন্দ্রিকা প্রকাশ হতে আরম্ভ হলো। ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হলো। তার বিপক্ষে ধর্ম্মসভা বস্‌লো, রাজা রাজনারায়ণ কায়স্থের পইতে দিতে উদ্যোগ কল্লেন। সতীদাহ উঠে গ্যালো। হিন্দুকালেজ প্রতিষ্ঠিত হলো। হেয়ার সাহেব প্রকাশ হলেন—ক্রমে সৎকর্ম্মে বাঙ্গালিদের চোক্‌ ফুটে উঠ্‌লো।

এদিকে বারোইয়ারি তলায় জমীদারী কবি আরম্ভ হলো, ভাল্‌কোর জগা ও নিম্‌তে রামা ঢোলে "মহিম্নস্তব" "গঙ্গা-বন্দনা" ও "ভেটকিমাছের তিন খানা কাঁটা" "অগ্‌রদ্বী-পের গোপীনাথ" "যাবি তো যা যা ছুটে ছুটে যা" প্রভৃতি বোল্‌ বাজাতে লাগ্‌লো, কবিওয়ালা বিষমের ঘরে (পঞ্চমের চার গুণ উঁচু) গান ধল্লেন—

চিতেন।

"বড় বারে বারে এসো ঘরে মকদ্দমা করে কাঁকৃ।
এই বারে, পেরে, তোমার কল্লে স্থর্পণখার নাক্॥

আস্তাই।

ক্যামন সুখ পেলে, কম্বলে শুলে, ব্রহ্মত্তর, দেবত্তর বড় নিতে জোর করে।
এখন জারী গ্যাল ভুর ভাংলো, তোমার আস্তো জুলম্ চলবে না!
পেনেলকোডের আইনগুণে মুখুজ্যের পোর ভাংলো জাঁক॥
বে আইনির দফারফা বদ মাইসি হলো খাক্॥

মোহাড়া।

কুইনের খাসে, দেশে, প্রজার দুঃখ রবে না॥
মহামহোপাধ্যায় মথুরানাথ মুস্‌ড়ে গিয়েচেন।
কংশ ধ্বংশকারী লেটোর, জেলায় এসেচেন।
এখন গুমি গেরেপ্তারি লাঠি দাঙ্গা ফোর্জ চল্‌বে না॥

জমিদারী কবি শুনে সহুরেরা খুসি হলেন, দু চার পাড়া-গেঁয়ে রায় চৌধুরী, মুন্‌সি ও রায় বাবুরা মাতা হেঁট্ কল্লেন, হজুরী আমমোক্তারেরা চোকরাঙ্গিয়ে উঠলো, কবিওয়ালরা ঢোলের তালে নাচ্‌তে লাগ্‌লো।

স্ক্যাপেঞ্জরের গাড়ী সার বেঁধে বেরিয়েচে। ম্যাথরেরা ময়লার গাড়ী ঠেলে ষকসেনের ঘাটে চলেচে। বাউলেরা ললিত রাগে খরতাল ও খঞ্জনির সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণের স হস্র, নাম ও

"ঝুলিতে মালা রেখে, জপলে আর হবে কি।
কেবল কাঠের মালার ঠক্‌ঠকী, সব ফাঁকি।"

লোকের দুয়ারে দুয়ারে গান করে বেড়াচ্চে। কলু ভায়া

খানি জুড়ে দিয়েচেন। ধোপারা কাপড় নিয়ে চলেচে। বোঝাই করা গরুর গাড়ি কোঁ কোঁ শব্দে রাস্তা যুড়ে যাচ্চে—ক্রমে ফরসা হয়ে এলো! বারোইয়ারি তলায় কবি বন্দ হয়ে গ্যালো; ইয়ার গোচের অধ্যক্ষ ও দর্শকেরা বিদেয় হলেন, বুড়ো ও আধ বুড়োরা কেত্তনের নামে এলিয়ে পড়্লেন, দেশের গোঁসাই, গোঁড়া, বৈরাগী ও বষ্টব একত্র হলো—সিম্লের শাম ও বাগ্বাজারের নিস্তারিণীর কেত্তন!

সিম্লের শাম উত্তম কিত্তুনী—বয়স্ অল্প—দেখ্তে মন্দ নয়—গলাখানি যেন কাঁসি খন খন কচ্চে। কেত্তন আরম্ভ হলো—কিত্তুনী "তাথইয়া তাথইয়া নাচত ফিরত গোপাল ননি চুরী করি খাঞীছে, আরে,আরে ননি চুরী করি খাঞীছে তাথইয়া" গান আরম্ভ কল্লে, সকলে মোহিত হয়ে পড়্লেন! চার দিক্ থেকে হরিবোল ধ্বনি হতে লাগ্লো, খুলিরে হাঁটু গেড়ে বসে সজোরে খোল বাজাতে লাগ্লো! কিত্তুনী কখন হাঁটু গেড়ে কখন দাঁড়িয়ে মধু বিষ্টি কত্তে লাগলেন—হরি প্রেমে এক জন গোঁসাইএর দশা লাগলো, গোঁড়ায়া তাঁকে কোলে করে নাচ্তে লাগলো। আর যেখানে তিনি পড়েছিলেন জিব দিয়ে সেই খানের ধুলো চাট্তে লাগ্লো!

হিন্দু ধর্ম্মের বাপের পুণ্যে ফাকি দে খাবার যত ফিকির আছে, গোঁসাইগিরি সকলের টেক্কা। আমরা জন্মাবচ্ছিন্নে কখন একটা রোগা দুর্ব্বল গোঁসাই দেখ্তে পাইনি! গোঁসাই বল্লেই একটা বিকটাকার ধুম্রলোচন হবে ছেলে বেলা অবধি সকলেরই এই চিরপরিচিত সংস্কার। গোঁসাইদের যেরূপ বিয়ারিং পোষ্টে আয়েস ও আহার বিহার চলে, বড় বড় বাবুদের পয়সা খরচ করেও সেরূপ জুটে ওঠবার যো নাই! গোঁসাইরা স্বয়ং কেষ্ট ভগবান্ বল্লেই অনেক দুর্লভ বস্তু অক্লেশে

ঘরে বসে পান ও কালিয়দমন পুতনাবধ গোবৰ্দ্ধন ধারণ প্রভৃতি কটা বাজে কাজ ছাড়া বস্ত্র হরণ, মানভঞ্জন ব্রজবিহার প্রভৃতি শ্রীকৃষ্ণের গোছালো গোছালো লীলে গুলি করে থাকেন। পেট ভরে মাগুেপা ও ক্ষীর লোসেন ও রকমারি শিষ্য দেখে চৈতন্য চরিতামৃতের মতে।

"যিনি গুরু তিনি কৃষ্ণ না ভাবিও আন্।
গুরু তুষ্টে কৃষ্ণ তুষ্ট জানিবা প্রমাণ।।
প্রেমারাধ্যা রাধাসমা তুমিলো যুবতি।
রাখলো গুরুর মান যা হয় যুকতি।।"

—প্রভৃতি উপদেশ দিয়ে থাকেন। এ সওয়ায় গোঁসাইরা অগুর-টেকরে (মুদ্দফরাস্) কাজও করে থাকেন—পাঁচ সিকে পেলে মন্তরও দেন, মড়াও ফেলেন ও বেওয়ারিস বেওয়া মলে এঁরা তার উত্তরাধিকারী হয়েবসেন। একবার মেদিনীপুরে এক ব্রকোদ গোঁসাই বড় জব্দ হয়েছিলেন! এখানে সে উপ-কথাটিও বলা আবশ্যক—

পূর্ব্বে মেদিনীপুর অঞ্চলে বৈষ্ণব তন্ত্রের গুরুপ্রসাদী প্রথা প্রচলিত ছিল—নতুন বিবাহ হলে গুরুসেবা না করে স্বামি—সহবাস করবার অনুমতি ছিল না। বেতালপুরের রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী পাড়াগাঁ অঞ্চলে এক জন বিশিষ্ট লোক। সুবর্ণরেখা নদীর ধারে পাঁচ বিঘা আওলাৎ ঘেরা ভদ্রাসন বাড়ী, সকল ঘর গুলি পাকা, কেবল চণ্ডীমণ্ডপ ও দেউড়ীর সামনের বৈঠ-কখানা উলু দিয়ে ছাওয়া। বাড়ির সামনে দুটী শিবের মন্দির, একটি সান বাঁধানো পুষ্করিণী, তাতে মাছও বিলক্ষণ ছিলো। ক্রিয়ে কর্ম্মে চক্রবর্ত্তীকে মাছের জন্যে ভাব্‌তে হতো না"। এ সওয়ায় ২০০ বিঘা ব্রহ্মোত্তর জমী, চাসের জন্য পাঁচ খানা লাঙ্গল, পাঁচ জন রাখাল চাকর, পাঁচ জোড়া বলদ, নিয়ত

নিযুক্ত ছিলো। চক্রবর্ত্তীর উঠোনে দুটী বড় বড় ধানের মরাই ছিলো। গ্রামস্থ ভদ্র লোক মাত্রেই চক্রবর্ত্তীকে বিলক্ষণ মান্য কত্তেন ও তাঁর চণ্ডীমণ্ডপে এসে পাশা খেল্‌তেন। চক্রবর্ত্তীর ছেলে পুলে কিছুই ছিল না; কেবল এক কন্যা মাত্র, সহরের ব্রজভানু চাটুর্য্যের ছেলে, হরহরি চাটুর্য্যের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়, বিয়ের সময় বর কনের বয়স্ ১০।৫ বছরের বেশী ছিলো না, সুতরাং জামাই নিয়ে যাওয়া কি মেয়ে আনা কিছু দিনের জন্য বন্দ ছিলো। কেবল পাল পার্ব্বণে, পিটে সংক্রান্তি ও ষষ্ঠির বাটায় তত্ত্ব তাবাস্ চল্‌তো।

ক্রমে হরহরি বাবু কালেজ্ ছাড়্‌লেন, এ দিকে বয়স্ও কুড়ি একুশ্ হলো, সুতরাং চক্রবর্ত্তী জামাই নে যাবার জন্য স্বয়ং সহরে এসে ব্রজভানু বাবুর সঙ্গে সাক্ষাৎ কল্লেন। ব্রজভানু বাবু চক্রবর্ত্তীকে কয় দিন বিলক্ষণ আদরে বাড়িতে রাখ্‌লেন, শেষে উত্তম দিন দেখে হরহরিরে সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন। এক জন দর্‌ওয়ান, এক জন সরকার ও এক জন চাকর হরহরি বাবুর সঙ্গে গ্যালো।

জামাই বাবু তিন চার দিনে বেতালপুরে পৌঁছিলেন! গাঁয়ে সোর পড়ে গ্যালো চক্রবর্ত্তীর সহুরে জামাই এসেছে, গাঁয়ের মেয়েরা কাজকর্ম্ম ফেলে ছুটোছুটি জামাই দেখ্‌তে এলো। ছোঁড়ারা সহুরে লোক প্রায় দ্যাখে নি; সুতরাং পালে পালে এসে হরহরি বাবুরে ঘিরে বস্‌লো-চক্রবর্ত্তীর চণ্ডীমণ্ডপ লোকে রৈ রৈ কত্তে লাগ্‌লো; এক দিকে আশ্ পাস্ থেকে মেয়েরা উঁকী মাচ্চে; এক পাশে কতক গুলো গোড়িমওয়ালা ছেলে ন্যাংটা দাঁড়িয়ে রয়েচে; উঠানে বাজে লোক ধরে না। শেষে জামাই বাবুকে জল যোগ করবার জন্য বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো। পূর্ব্বে জল যোগের যোগাড়

করা হয়েচে—পীড়েঁর নীচে চার দিকে চারটি সুপুরি দেওয়া হয়েছিলো; জামাই বাবু যেমন পীড়েঁয় পা দিয়ে বস্‌তে যাবেন অমনি পীড়েঁ গড়িয়ে গ্যালো; জামাই বাবু ধুপ্‌ করে পড়ে গ্যালেন—শালী শেলোজ মহলে হাসির গর্‌রা পড়্‌লো (জলযোগের সকল জিনিস গুলিই ঠাট্টাপোরা) মাটির কাঁলো জাম, ময়দা ও চেলের গুঁড়ির সন্দেশ, কাটের আক ও বিচালির জলের চিনির পানা, জলের গেলাসে ঢাকুনি দেওয়া আরস্লো মাকোসা, পানের বাটায় ছুঁচো ও ইঁদুঁর পোরা। জামাই বাবু অতিকষ্টে ঠাট্টার যন্ত্রণা সহ্য করে বাইরে এলেন। সমবয়সী দু চার শালা সম্পর্কের জুটে গ্যালো; সহরের গল্প, পাড়াগাঁর তামাসা ও রঙ্গেই দিনটি কেটে গ্যালো।

রজনী উপস্থিত—সন্ধে হয়ে গিয়েচে—রাখালরা বাঁশী বাজাতে বাজাতে গরুর পাল নিয়ে ঘরে ফিরে যাচ্চে। এক একটি পরম সুন্দরী স্ত্রীলোক কলসী কাঁকে করে নদীতে জল নিতে আস্‌চে—লম্পট-শিরোমণি কুমুদরঞ্জন যেন তাদের দেখবার জন্যই বাঁশঝাড়ের ও তাল গাছের পাশ থেকে উঁকি মাচ্চেন। ঝিঁ ঝিঁ পোকা ও উইচিংড়িরা প্রাণপণে ডাক্‌চে। ভাম্‌, খটাস ও ভোঁদোড়রা শিবের ভাঙ্গা মন্দির ও পড়ো বাড়িতে ঘুরে ব্যাড়াচ্চে। চামচিকে ও বাদুড়রা খাবার চেষ্টায় বেরিয়েচে—এমন সময় এক দল শিয়াল ডেকে উঠ্‌লো এক প্রহর রাত্তির হয়ে গ্যালো। ছেলেরা জামাই বাবুরে বাড়ির ভেতর নিয়ে গ্যালো, পুনরায় নানা রকম ঠাট্টা ও আমল খেয়ে—জামাই বাবু নির্দ্দিষ্ট ঘরে শুতে গ্যালেন।

বিবাহের পর পুনর্ব্বিবাহের সময়ও জামাই বাবু শ্বশুরালয়ে যান নাই; সুতরাং পাঁচ বৎসরের সময় বিবাহকালে যা স্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে ছিলো, তখন দুই জনেই বালক বালিকা

ছিলেন ; সুতরাং হরহরি বাবুর নিদ্রে হবার বিষয় কি ! আজ স্ত্রীর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ হবে, স্ত্রী মান করে থাক্‌লে তিনি কলেজী এজুকেশন ও ব্রহ্মজ্ঞান মাথায় তুলে পায়ে ধরে মান ভাঙ্গবেন এবং এর পর যাতে স্ত্রী লেখা পড়া শিকে ও চির হৃদয়তোষিকা হন, তার বিশেষ তদ্বির কত্তে হবে। বাঙ্গালির স্ত্রীরা কি দ্বিতীয়া "মিস্‌ ক্লৌ, মিস্‌ টমসন ও মিসেস্ বর্‌কর্‌লি ও লেডি লিটন, বুলুয়ার লিটন" হতে পারে না ? বিলিতি স্ত্রী হতে বরং এরা অনেক অংশে বুদ্ধিমতী ও ধর্ম্মশীলা—তবে ক্যান বড়ী দিয়ে, পুতুল খেলে, ঝকড়া ও হিংসায় কাল কাটায় ? সীতা, সাবিত্রী, সতী, সত্যভামা, শকুন্তলা, কৃষ্ণাও তো এই এক খনির মণি ? তবে এঁরা যে কয়লা হয়ে চির কাল কর্‌লেসে বদ্ধ হয়ে পোড়েন ও পোড়ান সে কেবল বাপ মা ও ভাতার বর্গের চেষ্টা ও তদ্বিরের ত্রুটিমাত্র। বাঙ্গালি সমাজের এমনি এক চমৎকার রহস্য যে, প্রায় কোন বংশেই স্ত্রী পুরুষ উভয়ে কৃতবিদ্য দেখা যায় না ! বিদ্দেসাগরের স্ত্রীর হয় তো বর্ণপরিচয় হয় নাই ; গঙ্গাজলের ছড়া—সাফরিদের মাদুলি—ও বালসির চর্ন্নামেত্তো নিয়েই ব্যতিব্যস্ত" ! এ ভিন্ন জামাই বাবুর মনে নানা রকম খেয়াল উঠ্‌লো, ক্রমে সেই সব ভাব্‌তে ভাব্‌তে ও পথের ক্লেশে অঘোর হয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন। শেষে বেলা এক প্রহরের সময় মেয়েদের ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙ্গে গ্যালো—দেখেন যে ব্যালা হয়ে গিয়েচে—তিনি একলা বিছানায় শুয়ে আছেন !

এ দিকে চক্রবর্ত্তীর বাড়ির গিন্নিরা পরস্পর বলাবলি কত্তে লাগ্‌লেন যে "তাইতো মা জামাই এসেচেন, মেয়েও ষেটের কোলে বছর পোনেরো হলো, এখন প্রভুকে খবর দেওয়া আবশ্যক" সুতরাং চক্রবর্ত্তী পাঁজি দেখে উত্তম দিন স্থির

করে প্রভুর বাড়ি খবর দিলে—প্রভু, তুরী খন্তী ও খোল নিয়ে উপস্থিত হলেন। গুরুপ্রসাদির আয়োজন হতে লাগ্‌লো।

হরহরি বাবু গুরুপ্রসাদির কিছুমাত্র জান্‌তেন না, গোঁসাই দলবল নিয়ে উপস্থিত, বাড়ির সকলে শশব্যস্ত, স্ত্রী নতুন কাপড় ও সর্ব্বালঙ্কারে ভূষিত হয়ে ব্যাড়াচ্চে। তিনি এসে অবধি যুবতী স্ত্রীর সহবাসে বঞ্চিত হয়ে রয়েচেন। সুতরাং এতে নিতান্ত সন্দিগ্ধ হয়ে এক জন ছেলেকে জিজ্ঞাসা কল্লেন "ওহে আজ বাড়িতে কিসের ধুম ?" ছোকরা বল্লে "জামাই বাবু তা জান না, আজ আমাদের—গুরুপ্রসাদি হবে।"

"আমাদের গুরুপ্রসাদি হবে" শুনে হরহরি বাবু একেবারে তেলেবেগুনে জ্বলে গ্যালেন ও কি প্রকারে গুরুপ্রসাদি হতে স্ত্রী পরিত্রাণ পান, তারি তদ্বিরে ব্যস্ত রইলেন।

কর্ত্তব্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান কত্তে সাধুরা কোন বাধাই মানেন না বলেই যেন দিনমণি কমলিনীর মনোব্যাথায় উপেক্ষা করে অস্ত গ্যালেন। সন্ধ্যাবধূ শাঁক, ঘণ্টা ও ঝিঁ ঝিঁ পোকার মঙ্গল শব্দের সঙ্গে স্বামীর অপেক্ষা কত্তে লাগ্‌লেন। প্রিয়সখী প্রদোষ দূতীপদে প্রতিষ্ঠিত হয়ে নিশানাথকে সম্বাদ দিতে গ্যালেন। নববধূর বাসরে আমোদ কর্‌বার জন্য তারাদল একে একে উদয় হলেন, কুমুদিনী স্বচ্ছ সরোবরে ফুট্‌লেন—হৃদয়রঞ্জনকে পরকীয় রসাস্বাদনে গমনোদ্যত দেখেও তাঁর মনে কিছুমাত্র বিরাগ হয় নাই—কারণ চন্দ্রের সহস্র কুমুদিনী আছে কিন্তু কুমুদিনীর একমাত্র তিনিই অনন্যগতি। এদিকে নিশানাথ উদয় হলেন—শেয়ালরা যেন স্তব পাঠ কত্তে লাগ্‌লো—ফুলগাছেরা ফুলদল উপহার দিতে লাগ্‌লো দেখে আহ্লাদে প্রকৃতি সতী হাস্‌তে লাগ্‌লেন।

চক্রবর্ত্তীর বাড়ির ভিতর বড় ধূম! গোস্বামী বরের মত সজ্জা করে জামাই বাবুর শোবার ঘরে গিয়ে শুলেন, হরহরি বাবুর স্ত্রী নানালঙ্কার পরে ঘরে ঢুক্‌লেন, মেয়েরা ঘরের কপাট ঠেলে দিয়ে ফাঁক থেকে আড়ি পেতে উঁকি মাত্তে লাগ্‌লো।

হরহরি বাবু ছোঁড়ার কাছে শুনে একগাছি রুল নিয়ে গোস্বামীর ঘরে শোবার পূর্ব্বেই খাটের নীচে লুকিয়ে ছিলেন; এক্ষণে দেখলেন যে স্ত্রী ঘরে ঢুকে গোস্বামীকে একটি প্রণাম করে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগ্‌লে, প্রভু খাটে থেকে উঠে স্ত্রীর হাত ধরে অনেক বুঝিয়ে শেষে বিছানায় নিয়ে গ্যালেন, কন্যাটি কি করে! "বংশপরম্পরানুগত ধর্ম্মের অন্যথা কল্লে মহাপাপ" এটি চিত্তগত আছে, সুতরাং আর কোন আপত্তি কল্লে না—শুড় শুড় করে প্রভুর বিছানায় গিয়ে শুলো প্রভু কন্যার গায়ে হাত দিয়ে বল্লেন বল "আমি রাধা তুমি শাম" কন্যাটিও অনুমতি মত "আমি রাধা তুমি শাম" তিন বার বলেচে এমন সময় হরহরি বাবু আর থাকতে পাল্লেন না, খাটের নীচে থেকে বেরিয়ে এসে এই "কাঁদে বাড়ি বলরাম" বলে গোস্বামীকে রুল সই কত্তে লাগ্‌লেন; ঘরের বাইরে ন্যাড়া বষ্টুমরা খোল খত্তাল নিয়ে ছিলো—প্রভু প্রসাদিকৃত্য সেরে ভিতর থেকে হরিবোল দিলে খোল খত্তাল বাজাবে; গোস্বামীর রুল সইয়ের চীৎকারে তারা হরিধ্বনি ভেবে দেদার খোল বাজাতে লাগ্‌লো, মেয়েরা উলু দিতে লাগ্‌লো, কাঁশোর ঘন্টা শাঁকের শব্দে হুলস্থূল পড়ে গ্যালো হরহরি বাবু হঠাৎ দরজা খুলে ঘরের ভেতর থেকে বেরিয়ে পড়ে, একেবারে থানার দারোগার কাছে গিয়ে সমস্ত কথা ভেঙ্গে বল্লেন, দারোগা ভদ্দরলোক ছিলেন (অতি কম পাওয়া যায়) তাঁরে অভয় দিয়ে সে দিন যথা সমাদরে বাসায় রেখে তার

পর দিন বরকন্দাজ মোতায়েন দিয়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিলেন। এ দিকে সকলের তাক লেগে গ্যালো "বা ইনি ক্যামন করে ঘরে ছিলেন!" শেষে সকলে ঘরে গিয়ে দ্যাখে যে, গোস্বামীর দাঁতে কপাটি লেগে গ্যাচে, অজ্ঞান অচৈতন্য হয়ে পড়ে আচেন, বিছানায় রক্তের নদী বচ্চে। সেই অবধি গুরুপ্রসাদি উঠে গ্যালো, লোকের চৈতন্য হলো ;. প্রভুরাও ভয় পেলেন। বর্ত্তমানে যে যে গ্রামে গুরুপ্রসাদি চলিত আছে, প্রভুরা আর স্বয়ং যান না, অনুমতিতেই কাজ নির্ব্বাহ হয়।

আর এক বার এক সহরে গোঁসাই এক বেণের বাড়ী কেষ্টলীলা করে জব্দ হয়েছিলেন, সেটিও এই বেলা বলে নিই। রামনাথ সেন ও শ্যামনাথ সেন দুই ভাই, সহরে চার পাঁচটা হৌসের মুচ্ছুদ্দি, দিন কতক বাবুদের বড় জলজলা হয়ে উঠেছিলো—চৌকুড়ী,ভেঁপু, মোসাহেব ও রাঁড়ের ছড়াছড়ি। উমেদার, বেকার রেকমেণ্ড চিঠীওয়ালা লোকে বৈঠকখানা থৈ থৈ কত্তো; বাবুরা নিয়ত বাগান, চোহেল ও আমোদেই মত্ত থাক্‌তেন, আত্মীয় কুটুম্ব ও বন্ধু বান্ধবেই বাবুদের কাজ কর্ম্ম দেখ্‌তেন। এক দিন রবিবার বাবুরো বাগানে গিয়েচেন এই অবকাশে বাড়ীর প্রভু,—খুন্তী, খোল ও ভেঁপু নিয়ে উপস্থিত, বাড়ীর ভেতরে খপর গ্যালো। প্রভুকে সমাদরে বাড়ির ভেতর নিয়ে যাওয়া হলো, সকল মেয়েরা একত্র হলেন চৈতন্য চরিতামৃত ও ভাগবতের মতে বেছে বেছে গোছালো গোছালো লীলে আরম্ভ কল্লেন। ক্রমে লীলা শেষ করে গোস্বামী বাড়ী ফিরে যান—এমন সময় ছোট বাবু এসে পড়লেন। ছোট বাবুর কিছু সাহেবী মেজাজ, প্রভুকে দেখেই তেলে বেগুনে জ্বলে গেলেন ও অনেক কষ্টে আন্তরিক ভাব গোপন করে জিজ্ঞাসা কল্লেন কেমন প্রভু! ভাগবতের মতে লীলে দ্যাখান

হলো? প্রভু ভয়ে আম্‌তা আম্‌তা গোছের আজ্ঞা হাঁ করে সেরে দিলেন। ছোট বাবুর কাছে এক জন মুখোড় গোছের কায়স্থ মোসাহেব ছিলো, সে বল্লে, হুজুর! গোঁসাই সকল রকম নীলে করে চল্লেন, কিন্তু গোবর্দ্ধন ধারণটা হয় নি, অনুমতি করেন তো প্রভুকে গোবর্দ্ধন ধারণটাও করে দেওয়া যায়, সেটা বাকী থাকে কেন? ছোট বাবু এতে সম্মত হলেন, শেষে দরওয়ানদের হুকুম দেওয়া হলো—দরজার পাশে একখান দশ বার মোণ পাথর পড়ে ছিলো, জন কতকে ধরে এনে গোস্বামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দিলে, পাথরের চাপানে গোস্বামীর কোমর ভেঙ্গে গ্যালো। সেই অবধি প্রভুরা ত্যামন্ ত্যামন্ স্থলে নীলা কত্তে আর স্বয়ং জান না—প্রয়োজন হলে রকমারি শিষ্যারা স্বয়ং প্রভুর বাড়ী পাল্‌কী চড়ে উপস্থিত হন।

এ দিকে বারোইয়ারি তলায় কেত্তন বন্ধ হয়ে গ্যাল, কেত্তনের শেষে এক জন বাউল সুর করে এই গানটি গাইলে।

বাউলের সুর।

আজব সহর কল্‌কেতা।
রাঁড়ি বাড়ি জুড়ি গাড়ি মিছে কথার কি কেতা।
হেতা ঘুটে পোড়ে গোবর হাঁসে বলিহারি ঐক্যতা;
যত বক বিড়ালে ব্রহ্মজ্ঞানী, বদ্‌মাইসির ফাঁদ পাতা।
পুঁটে তেলির আশা ছড়ি, শুঁড়ি সোণার বেণের কড়ি,
খ্যামটা খানকির খাসা বাড়ি, ভদ্রভাগ্যে গোলপাতা।
হদ্দ হেরি হিন্দুয়ানি, ভিতর ভাঙ্গা ভড়ং খানি,
পথে হেগে চোক্‌রাঙ্গানি, লুকোচুরির ফেরগাঁতা।
গিল্‌টি কাজে পালিস করা, রাঙ্গা টাকায় তামা ভরা,
হুতোম দাসে স্বরূপ ভাসে, তফাৎ থাকাই সার কথা।

গানটি শুনে সকলেই খুসি হলেন! বাউলে চার আনার পয়সা বক্‌সিস পেলে; অনেকে আদর করে গানটি শিকে ও লিখে নিলেন।

বারোইয়ারি পূজো শেষ হলো, প্রতিমে খানি আট দিন রাখা হলো, তার পর বিসর্জ্জন কর্‌বার আয়োজন হতে লাগ্‌লো। আমমোক্তার কানাইধন বাবু পুলিস হতে পাস করে আন্‌লেন। চার দল ইংরেজি বাজনা, সাজা তুরুক্‌-সোয়ার, নিশেন ধরা ফিরিঙ্গি, আশা শোটা, ঘড়ি ও পঞ্চাশটা ঢাক একত্র হলো। বাহাদুরী কাট তোলা চাকা একত্র করে গাড়ির মত করে তাতেই প্রতিমে তোলা হলো; অধ্যক্ষেরা প্রতিমের সঙ্গে সঙ্গে চল্লেন, দু পাশে সঙেরা শার বেঁদে চল্লো। চিৎ-পুরের বড় রাস্তা লোকারণ্য হয়ে উঠ্‌লো, রাঁড়েরা ছাতের ও বারাণ্ডার উপোর থেকে রূপো বাঁদান হুকোয় তামাক্‌ খেতে খেতে তামাসা দেখ্‌তে লাগ্‌লো, রাস্তার লোকেরা হাঁ করে চল্‌তি ও দাঁড়ানো প্রতিমে দেখ্‌তে লাগ্‌লেন। হাটখোলা থেকে যোড়াসাঁকো ও মেছো বাজার পর্য্যন্ত ঘোরা হলো, শেষে গঙ্গাতীরে নিয়ে বিসর্জ্জন করা হয়। অনেক পরিশ্রমে যে বিশ পঁচিশ হাজার টাকা সংগ্রহ করা হয়েছিলো, আজ তারি শ্রাদ্ধ ফুরুলো। বীরকৃষ্ণ দাঁ ও আর আর অধ্যক্ষেরা অত্যন্ত বিষণ্ণ বদনে বাড়ি ফিরে গ্যালেন। বাবুদের ভিজে কাপড় থাক্‌লে অনেকেই বিবেচনা কত্তো যে বাবুরা মড়া পুড়িয়ে এলেন!

বারোইয়ারি পূজোর সম্বৎসরের মধ্যেই বীরকৃষ্ণ দাঁর বাজার দেনা চেগে উঠ্‌লো, গদি ও আড়ত উঠে গ্যাল, শেষে ইনশালভেন্ট নিয়ে করেশডাঙ্গায় গিয়ে বাস করেন; কিছু দিন বাদে হঠাৎ ঘর চাপা পড়ে মরে গ্যালেন! আমমোক্তার

কানাইধন দত্তজা সুপ্রিমকোর্টে জাল সাক্ষী দেওয়া অপরাধে সররবার্টপিল সাহেবের বিচারে চোদ্দবছরের জন্য ট্রান্সপোর্ট হলেন, তাঁর পরিবারেরা কিছু কাল অত্যন্ত দুঃখে কাল কাটিয়ে শেষে মুড়িমুড়কির দোকান করে দিনপাত কত্তে লাগ্লো। মুড়িঘাটা লেনের হজুর কোন বিশেষ কারণে বারইয়ারি পূজোর মধ্যেই কাশী পান। প্যালানাথ বাবু এক দিন কতকগুলি বাই ও মেয়ে মানুষ নিয়ে বোটে করে কোম্পানির বাগানে ব্যাড়াতে যাচ্ছিলেন, পথে আচম্‌কা একটা বড় ঝড় উঠ্লো, মাজিরে অনেক চেষ্টা কল্লে, কিন্তু কিছুতেই কিছু হলো না, শেষে বোটখানি একেবারে একটা চড়ার উপর উল্‌টে পড়ে চুরমার হয়ে ডুবে গ্যালো। বাবু বড় মানুষের ছেলে, কখন সাঁতার দেন নাই, সুতরাং জলের টানে কোথায় যে গিয়ে পড়্লেন, তার অদ্যাপি নির্ণয় হয় নাই। মুকুয্যেদের ছোট বাবু ক্রমে ভারি গাঁজাখোর হয়ে পড়্লেন, অনবরত গাঁজা টেনে তাঁর যক্ষ্মাকাশ জন্মালো, আরাম হবার জন্যে তারকেশ্বরের দাড়ি রাখ্লেন, বাল্‌সীর চরণামৃত খেলেন, ফাকিরদের মাদুলি ধারণ কল্লেন কিন্তু কিছুতে কিছু হলো না, শেষে বিবাগী হয়ে কোথায় যে বেরিয়ে গ্যাছেন, আজও তাঁর ঠিকেনা হয় নাই। প্রধান দোয়ারি গবারাম গাওনা ছেড়ে পৈতৃক পেশা গিল্‌টী অবলম্বন করে কিছু কাল সংসার চালাচ্ছিলেন, গত পূজোর সময় পক্ষাঘাত রোগে মরেচেন। পঞ্চু বাবু অঞ্জনারঞ্জন দেব বাহাদুর ও আর আর অধ্যক্ষ ও দোয়ারেরা এখনও বেঁচে আচেন, তাঁদের যা হবে, তা এর পরে বক্তব্য।

হুজুক।

সাধারণে কথায় বলেন " হুনরেচীন " ও " হুজ্জুতে বাঙ্গাল " কিন্তু হুতোম বলেন " হুজুকে কল্‌কেতা। " হেতা নিত্য নতুন নতুন হুজুক, সকল গুলিই সৃষ্টি ছাড়া ও আজগুব! কোন কাজ কর্ম্ম না থাক্‌লে " জ্যাটাকে গঙ্গাযাত্রা " দিতে হয়, সুতরাং দিবা রাত্র হুঁকো হাতে করে থেকে গল্প করে তাস ও বড়ে টিপে বাতকর্ম্ম কত্তে কত্তে নিকর্ম্মা লোকেরা যে আজগুব হুজুক তুল্‌বে, তার বড় বিচিত্র নয়! পাঠক! যত দিন বাঙ্গালীর বেটর অকুপেসন না হচ্চে, যত দিন সামাজিক নিয়ম ও বাঙ্গালির বর্ত্তমান গার্হস্থ প্রণালীর রিফরমেসন না হচ্চে, তত দিন এই মহান্ দোষের মূলোচ্ছেদের উপায় নাই। ধর্ম্মনীতিতে যাঁরা শিক্ষা পান নাই, তাঁরা মিথ্যার যাথার্থ অর্থ জানেন না, সুতরাং অক্লেশে আটপৌরে ধুতির মত ব্যবহার কত্তে লজ্জিত বা সঙ্কুচিত হন না।

ছেলেধরা।

আমরা ভূমিষ্ঠ হয়েই শুন্‌লেম, সহরে ছেলে ধরার বড় প্রাদুর্ভাব। কাবুলি মেওয়া ওলারা ঘুরে ঘুরে ছেলে ধরে কাবুলে নিয়ে যায়, সেথায় নানাবিধ মেওয়া ফলের বিস্তর বাগান আছে, ছেলেটাকে তারি একটা বাগানের ভেতর ছেড়ে দ্যায়, সে অনবরত পেটপুরে মেওয়া খেয়ে খেয়ে যখন একেবারে ফুলে ওঠে—রং দুদে আল্‌তার মত হয়, অ্যামন কি, টুকি

মাল্লে রক্ত বেরোয়, তখন এক কড়া ঘি চড়িয়ে ছেলেটাকে ঐ কড়ার উপর উপরপানে পা করে ঝুলিয়ে দেওয়া হয়; ক্রমে কড়ার ঘি টগ্ বগিয়ে ফুটে উঠলে ছেলের মুখ দিয়ে রক্ত বেরুতে আরম্ভ হয় ও সেই রক্ত টোসা টোসা ঘিয়ের কড়ার উপর পড়ে; ক্রমে ছেলের সমুদায় রক্ত বেরিয়ে এলে নানাবিধ মেওয়া ও মিছ্রির ফোড়ন দিয়ে কড়াটি নাবান হয়। নবাব ও বড় বড় মোসলমানেরা তাই খান। আমরা এই ভয়ানক কথা শুনে অবধি একলা বাড়ির বাহিরে প্রাণান্তেও যেতেম না ও সেই অবধি ন্যেড়েদের উপর বিজাতীয় ঘৃণা জন্মে গ্যালো।

প্রতাপচাঁদ।

আমরা বড় হলেম, হাতে খড়ি হলো; এক দিন গুরু মহাশয়ের ভয়ে চাকরদের কাছে লুকিয়ে রয়েচি, এমন সময় চাকররা পরস্পর বলাবলি কচ্চে যে, "বর্দ্ধমানের রাজা প্রতাপচাঁদ এক বার মরে ছিলেন, কিন্তু আবার ফিরে এসেচেন, বর্দ্ধমানের রাজত্ব নেবার জন্য নালিশ করেচেন, সহরের তাবৎ বড় মানুষরা তাঁকে দেখ্তে যাচ্চেন—এ বারে পরাণ বাবুর সর্ব্বনাশ; পুষ্যিপুত্তুর নামঞ্জুর হবে।" নতুন জিনিস হলেই ছেলেদের কৌতুহল বাড়িয়ে দ্যায়, শুনে অবধি আমরা অনেকেরই কাছে খুট্রে খুট্রে রাজা প্রতাপচাঁদের কথা জিজ্ঞাসা কত্তো; কেউ বল্তো "তিনি এক দিন এক রাত জলে ডুবে থাক্তে পারেন;" কেউ বল্তো "তিনি গুলিতেও মরেনি—রাণী বলেচেন, তিনিই রাজা প্রতাপচাঁদ—ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে লকে কাণ কেটে গিয়েছিলো, সেই কাটাতেই তাঁর ভগ্নী

চিনে ফেল্লেন! ” কেউ বল্লে “ তিনি কোন মহাপাপ করে-ছিলেন, তাই যুধিষ্ঠিরদের মত অজ্ঞাত বাসে গিয়েছিলেন, বাস্তবিক তিনি মরেন নি, অম্বিকা কাল্নায় যখন তাঁরে দাহ কত্তে আনা হয়, তখন তিনি বাক্সের মধ্যে ছিলেন না, স্বদ্ধু বাক্স পোড়ান হয় ” সহরে বড় হুজুক পড়ে গ্যালো, প্রতাপ-চাঁদের কথাই সর্ব্বত্র আন্দোলন হতে লাগ্‌লো।

কিছু দিন এই রকমে যায়—এক দিন হঠাৎ শুনা গ্যালো, স্বপ্রিম-কোর্টের সূক্ষ্ম বিচারে প্রতাপচাঁদ জাল হয়ে পড়ে-চেন। সহরের নানাবিধ লোক, কেউ স্ববিধে কেউ কুবিধে—কেউ বল্লে, “ তিনি আসল প্রতাপচাঁদ নন ”—কেউ বল্লে, “ ভাগ্যি দ্বারকানাথ ঠাকুর ছিলেন, তাই জাল প্রূব হলো! তা না হোলে পরাণ বাবু টেরটা পেতেন। ” এদিকে প্রতাপ-চাঁদ জাল সাব্যস্ত হয়ে বরানগরে বাস কল্লেন। সেথায় বুজ রুক হন—খান্‌কি, ঘুসকি ও গেরস্ত মেয়েদের ম্যালা লেগে গ্যালো, প্রতাপচাঁদ না পারেন, হ্যান কর্ম্মই নাই। ক্রমে চল্‌তি বাজনাদ্র মত প্রতাপচাঁদের কথা আর সোনা যায় না প্রতাপচাঁদ পুরোনো হলো আমরা ও পাঠশালে ভর্ত্তি হলেম।

মহাপুরুষ।

পাঠক! পাঠশালা যমালয় হতেও ভয়ানক—পণ্ডিত ও মাষ্টার যেন বাগ বিবেচনা হচ্চে! এক দিন আমরা স্কুলে এক-টার সময়ে ঘোড়া ঘোড়া খেল্‌চি এমন সময় আমাদের জল-তোলা বুড়ো মালী বল্লে যে, “ ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ি এক জন মহাপুরুষ এসেচেন, মহাপুরুষ সত্যযুগের মানুষ, গায়ে বড় বড় অশোদ গাছ ও উইয়ের ঢিপী হয়ে গিয়েচে—

চোক্ বুজে ধ্যান কচ্চেন, ধ্যান ভঙ্গ হয়ে চক্ষু খুল্‌লেই সমুদয় ভস্ম করে দেবেন!" শুনে আমাদের বড় ভয় হলো! ইস্কুলে ছুটি হলে আমরা বাড়িতে এসেও মহাপুরুষের বিষয় ভাবতে লাগ্‌লেম; লাটু, ঘুড়ী, ক্রুকেট ও পায়রা পড়ে রইলো—মহাপুরুষ দ্যাখবার ইচ্ছা ক্রমে বলবতী হয়ে উঠলো শেষে আমরা দৌড়ে ঠাকুরমার কাছে গেলুম।

আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা রোজ রাত্তিরে শোবার সময় "বেঙ্গমা—বেঙ্গমী" "পায়রা রাজা" "রাজপুত্তুর পাত্তরের পুত্তুর, সওদাগরের পুত্তুর ও কোটালের পুত্তুর চার বন্ধু" "তালপড়রের খাঁড়া জাগে, ও পক্ষিরাজ ঘোড়া জাগে" ও "সোণার কাটি রূপোর কাটি" প্রভৃতি কত রকম উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন—আমরা শুন্‌তে শুন্‌তে ঘুমিয়ে পড়্‌তুম!—হায়! বাল্যকালের সে সুখসময় মরণকালেও স্মরণ থাক্‌বে—অপরিচিত সংসার হৃদয় কমল কুসুম হতেও কোমল বোধ হতো, সকলেই বিশ্বাস ছিলো; ভূত, পেত্নী ও পরমেশ্বরের নামে শরীর রোমাঞ্চ হতো—হৃদয় অনুতাপ ও শোকের নামও জান্‌ত না—অমর বর পেলেও সেই সুকুমার অবস্থা অতিক্রম কত্তে ইচ্ছা হয় না।

আমরা শোবার সময় ঠাকুরমাকে সেই মালির মহাপুরুষের কথা বল্লেম—ঠাকুরমা শুনে খানিক ক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইলেন ও শেষে এক জন চাকরকে পর সকালে মহাপুরুষের পায়ের ধুলো আন্তে বলে দিয়ে মহাপুরুষের বিষয়ে আরো দু এক গল্প বল্লেন;

ঠাকুরমা বল্লেন—বছর আশি হলো (ঠাকুরমার তখন নতুন বিয়ে হয়েচে) আমাদের বারাণসী ঘোষ কাশী যাবার

সময় পথে জঙ্গলের ভেতর ঐ রকম এক মহাপুরুষ দ্যাখেন। সেই মহাপুরুষও ঐ রকম অচৈতন্য হয়ে ধ্যানে ছিলেন। মাজিরে ধরাধরি করে নৌকোয় তুলে আনে। বারাণসী তাঁকে বড় যত্ন করে নৌকোয় রাখ্‌লেন। তখন ছাপৃঘাটীর মোহা-নায় জল থাকৃতো না বলে কাশীর যাত্রীরে বাদাবনের ভেতর দিয়ে আস্‌তেন, স্থতরাং বারাণসীকেও বাদা দিয়ে আস্‌তে হলো। এক দিন বাদাবনের ভিতর দিয়ে গুণ টেনে নৌকো যাচ্চে, মাজী ও অন্য অন্য লোকেরা অন্যমনস্ক হয়ে রয়েচে, এমন সময় জলের ধারে ঠিক ঐ রকম আর এক জন মহাপুরুষ নৌকোর গলুয়ের কাছে বসে ধ্যানে ছিলেন,এরি মধ্যে ড্যাঙ্গার মহাপুরুষও হাস্‌তে হাস্‌তে নৌকোর উপর এসে নৌকোর মহাপুরুষের হাত ধরে নিয়ে জলের উপর দিয়ে হেঁটে চলে গ্যালেন, মাজী অন্য অন্য লোকেরা হাঁ করে রইলো! বারা-ণসী বাদাবন তন্ন তন্ন করে খুঁজলেন,কিন্তু আর মহাপুরুষদের দেখ্‌তে পেলেন না, এঁরা সব সেকালের মনি ঋষি, কেউ দশ হাজার কেউ বিশ হাজার বৎসর তপিস্যে কচ্চেন, এঁরা মনে কল্লে সব কত্তে পারেন।

আর এক বার ঝিলিপুরের দত্তরা সোঁদর বন আবাদ কত্তে কত্তে ত্রিশ হাত মাটির ভিতরে এক মহাপুরুষ দেখে-ছিলো, তাঁর গায়ে বড় বড় আশোদ গাছের শেকড় জমে গিয়ে ছিলো, আর শরীর শুকিয়ে চ্যালা কাঠের মত হয়ে ছিলো। দত্তরা অনেক পরিশ্রম করে তাঁরে ঝিলিপুরে আনে, মহাপুরুষও প্রায় এক মাস ঝিলিপুরে থাকেন, শেষে এক দিন রাত্তিরে তিনি যে কোথায় চলে গ্যালেন, কেউ তার ঠিকানা কত্তে পাল্লে না!—শুনৃতে শুনৃতে আমরা ঘুমিয়ে পড়্‌লেন।

তার পর দিন সকালে রামা চাকর মহাপুরুষের পাএর ধুলো এনে উপস্থিত কল্লে; ঠাকুরমা একটি বড় জয়ঢাকের মত মাদুলিতে সেই ধুলো পূরে আমাদের গলায় ঝুলিয়ে দিলেন, সুতরাং সেই দিন থেকে আমরা ভূত, পেৎনী, শাঁকচুন্নী ও ব্রহ্মদত্তিদের হাত থেকে কথঞ্চিৎ নিস্তার পেলেম।

ক্রমে আমরা পাঠশালা ছাড়্লেম—কালেজে ভর্ত্তি হলেম—সহাধ্যায়ী দু চার সমকক্ষ বড় মানুষের ছেলের সঙ্গে আলাপ হলো; এক দিন আমরা একটার সময় গোলদিগীর মাঠে ফড়িং ধরে খ্যালা করে ব্যাড়াচ্চি, এমন সময় আমাদের কেলাসের পণ্ডিত মহাশয় সেই দিকে ব্যাড়াতে এলেন। পণ্ডিত মহাশয় প্রথমে এক বড় মানুষের বাড়ীর রাঁদুনী বামুন ছিলেন, এডুকেসন কৌন্সেলের সূক্ষ্ম বিবেচনায় সেন বাবুর সুপারিসে প্রিন্‌সিপালের কৃপায় পণ্ডিত হয়ে পড়েন; পণ্ডিত মহাশয় পান খেতে বড় ভাল বাস্‌তেন, সুতরাং সকলেই তাঁকে যথাসাধ্য পান দিয়ে তুষ্টু কত্তে ত্রুটি কত্তো না; পণ্ডিত মহাশয় মাটে আস্‌বা মাত্র ছেলেরা পান দিতে আরম্ভ কল্লে; আমরাও এক দোনা মিঠে খিলি উপহার দিলেম, পণ্ডিত মহাশয় মিঠেখিলি পচন্দ কত্তেন, পান পেয়ে আমাদের নাম ধরে বল্লেন, আরে হুতোম! "আর শুনেচো? ভূকৈলেসে রাজাদের বাড়ি যে একটা মহাপুরুষ ধরে এনেছিলো. ড্যাক্তার সাহেব তার ধ্যান ভঙ্গ করে দিয়েচেন—প্রথমে রাজারা তার গায়ে গুল্ পুড়িয়ে দ্যান, জলে ডুবিয়ে রাখেন; কিন্তু কিছুতেই—ধ্যান ভঙ্গ হয় নাই। শেষে ডাক্তার সাহেব এক আরক নিয়ে তার নাকের গোড়ায় ধল্লে তার চেতন হল্লো; এখন সেই মহাপুরুষ লোকের গাটিপে পয়স

নিচ্চে রাজাদের পাখা টেনে বাতাস কচ্চে যা পাচ্চে, তাই খাচ্চে, তার মহাপুরুষত্ব ভুর ভেঙে গ্যাছে!

পণ্ডিত মহাশয়ের কথা শুনে আমরা তাক্ হয়ে পড়্লেম, মহাপুরুষের উপর যে ভক্তি টুকু ছিলো—মরিচবিহীন কর্পূরের মত—ষ্টপর হীন ইথ্রের মত একেবারে উপে গ্যালো। ঠাকুরমার মাদুলিটি তার পর দিনেই খুলে ফ্যালা হলো, ভূত, শাঁকচুন্নী, পেতুনীদের ভয় আবার বেড়ে উঠ্লো।

লালা রাজাদের বাড়ি দাঙ্গা।

আমরা স্কুলে আর এক কেলাস উঠলেম, রাঁদুনি বামুন পণ্ডিতের হাত এড়ানো গ্যালো। এক দিন আমরা পড়া বল্‌তে না পারায় জল খাবার ছুটির সময় গাধার টুপি মাথায় দিয়ে বেঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে কনফাইন্ হয়ে রয়েচি, মাষ্টার মশাই তামাক খাবার ঘরে জল খেতে গ্যাচেন (তাঁর ক্ষিদে বরদাস্ত হয় না কিন্তু ছেলেদের হয়) এক বামুন বাবুদের বাড়ীর ছোট বাবুরমুখে শামা পাখির বোল—"বক বকম বক বকম" করে পায়রার ডাক ডেকে ঘুরে ব্যাড়াচ্চেন ও পনি টাটু সেজে কদম দ্যাখাচ্চেন; এমন সময় কাশীপুর অঞ্চলের এক জন ছোকরা বল্লে "যে কাল বৈকালে পাক্পাড়ার লালা বাবুদের" (শ্রীবিষ্ণু! আজ কাল রাজা) "লালারাজাদের বাড়ি—এক দল গোরা মাতাল হয়ে এসে চার পাঁচ জন দরওয়ানকে বঁরশায় বিঁদে গিয়েচে, রাজারা ভয়ে হাসন হোঁসেনের মত একটা পুরোণো পাতুকোর ভেতর লুকিয়ে প্রাণ রক্ষা করেচেন।" (বোধ হয় কেবল গীর্ গিটের অপ্রতুল ছিল) আর এক জন ছোকরা বলে উঠ্লো "আরে তা নয়,

আমার দাদার কাচে শুনিছি, রাজাদের বাড়ির সামনের একটা কাগ মেরে ছিলো বলে রাজাদের জমাদার সাহেবদের মাত্তে এসে,” আর একজন ছোকরা দাঁড়িয়ে উঠে আমাদের মুখের কাছে হাত নেড়ে বল্লে, “ আরে না হে না, ও সব বাজে কথা! আমারও বাড়ি টালাতে, রাজাদের বাড়ির পেছনে যে সেই বড় পগারটা আছে জান? তারি পাশে যে পচা পুকুর, সেই আমাদের খিড়্‌কি। রাজাদের এক জন আমলার ভাই ঠিক বানরের মত মুখ; তাই দেখে এক জন সাহেব ভেংচে ছিলো, তাতে আমলাও ভেংচোয়, তাতেই সাহেবরা বন্দুক পিস্তল নিয়ে দল বল সমেত এসে গুলি করে; অনেকে অনেক রকম কথা বল্‌চেন, এমন সময় মাষ্টার বাবু তামাক খাবার ঘর থেকে এলেন, ছোট বাবুর পনি টাটুর কদম্ ও “বক্‌বকম্” বন্দ হয়ে গ্যালো, রাজারা বাঁচ্‌লেন-- ঢং ঢং করে ছুটো বাজ্‌লে কেলাস্ ব্রসে গ্যালো, আমরাও জল খেতে ছুটি পেলেম। আমরা বাড়ি গিয়ে রাজাদের ব্যাপার অনেকের কাছে আরো ভয়ানক রকম শুন্‌লেম, বাঙ্গালা কাগজ ওয়ালারা “এক দল গোরা বাজনা বাজিয়ে যাইতেছিল, দলের মধ্যে এক জনের জলতৃষ্টা পাইল, রাজাদের বাড়ি যেমন জল খাইতে যাইবে, জমাদার গলা ধাক্কা মারিয়া বাহির করিয়া দ্যায়, তাহাতে সঙ্গের কর্ণেল গুলি করিতে হুকুম দ্যান” প্রভৃতি নানা অজ্‌গুবী কথায় কাগজ পোরাতে লাগ্‌লেন। সহরের পূর্ব্বের বাঙ্গালা খবরের কাগজ বড় চমৎকারছিলো, “অমুক বাবুর মত দাতা কে!” “অমুক বাবুর মার শ্রাদ্ধে ক্রোর টাকা ব্যয়” (বাবু মুচ্ছুদ্দী মাত্র) “অমুক মাতাল জলে ডুবে মরেগেচে” “অমুক বেশ্যার নত খোয়া গিয়েচে, সন্ধান করে দিতে পাল্লে সম্পাদক তার পুরস্কার স্বরূপ

তারে নিজ সহকারী কর্‌বেন” প্রভৃতি আলত কথাতেই পত্র পুরুতেন, কেউ গাল দিয়ে পয়সা আদায় কত্তেন, কেউ পয়সার প্রত্যাশায় প্রশংসা কত্তেন—আজ কালও অনেক কাগজে চোরা গোপ্তান চলে!

শেষে সঠিক শোনা গ্যালো যে, এক জন দরওয়ানকে এক জন ফিরিঙ্গী শিকারী বাক্‌বিতণ্ডায় ঝকড়া করে গুলি করে।

ক্রশ্চানি হুজুক।

পাক্‌পাড়া রাজাদের হংগামা চুকুতে চুকুতে হুজুক উঠ্‌লো “রণজিৎসিংহের পুত্র দলিপ—ইসুমন্ত্রে দীক্ষিত হয়েচেন, তাঁর সঙ্গে সমুদায় সীকেরা ক্রশ্চান হয়েচেন, ও জনকতক ভাট্‌-পাড়ার ঠাকুরও ক্রশ্চান হবেন!” ভাট্‌পাড়ার গুরুগুষ্টিরে প্রকৃত হিন্দু, তাঁরা ক্রশ্চান হবেন শুনে অনেকে চম্‌কে উঠ্‌লেন, শেষে ভাট্‌পাড়ার বদলে পাতুরে ঘাটার শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্ন-কুমার ঠাকুরের পুত্র বাবু জ্ঞানেন্দ্রমোহন বেরিয়ে পড়্‌লেন! সমধর্ম্মা কৃষ্ণমোহন কন্যা উচ্ছুগ্‌গু করে দিলেন, এয়োরও অভাব রইলো না! সহরে যখন যে পড়্‌তা পড়ে, শীগ্‌গির তার শেষ হয় না; সেই হিড়ীকে এক জন ইস্কুল মাষ্টার কালীঘেটে হালদার, এক জন বেণে ও কায়স্থও ক্রশ্চান দলে বাড়্‌লো—দুচার জন বড় বড় ঘরের মেয়ে মানুষও অন্ধকার থেকে আলোয় এলেন! শেষে অনেকের চাল ফুঁড়ে আলো বেরুতে লাগ্‌লো, কেউ বিষয়ে বঞ্চিত হলেন, কেউ কেউ অনুতাপ ও দুরবস্থার সেবা কত্তে লাগ্‌লেন। ক্রশ্চানি হুজুক রাস্তার চল্‌তি লণ্ঠনের মত প্রথমে আস পাশ আলো

করে শেষে অন্ধকার করে চলে গ্যালো। আমরাও ক্রমে বড় হয়ে উঠ্‌লেম—স্কুল আর ভাল লাগে না।

মিউটিনি।

পাঠকগণ! এক দিন আমরা মিছে মিছি ঘুরে বেড়াচ্চি, এমন সময় শুন্‌লেম, পশ্চিমের সেপাইরে খেপে উঠেচে, নানা সাহেবকে চাঁই করে ইংরেজদের রাজত্ব নেবে, দিল্লির ন্যেড়ে চীফ আবার "দিল্লীশ্বরো বা জগদীশ্বরো বা" হবেন—ভারি বিপদ! সহরে ক্রমে হুল স্থূল পড়ে গ্যালো, চুনোগলী ও কসাইটোলার মেটে ইঁদ্‌রুস, পিদ্‌রুস, গমিস, ডিস, প্রভৃতি ফিরিঙ্গিরে খাবার লোভে ভলিন্‌টিয়ার হলেন, মাথালো মাথালো বাড়িতে গোরা পাহারা বস্‌লো, নানা রকম অদ্ভুত হুজুক উঠ্‌তে লাগ্‌লো—আজ দিল্লী গ্যালো,—কাল কানপুর হারানো হলো, ক্রমে পাশা খ্যালার হার কেতের মত ইংরেজরা উত্তর পশ্চিমের প্রায় সমুদায় অংশেই বেদখল হলেন—বিবি, ক্ষুদে ক্ষুদে ছেলে ও মেয়েরা মারা গ্যালো, "শ্রীবৃদ্ধিকারী" সাহেবরা (হিঁদুর দেবতা পঞ্চানন্দের মত) বড় ছেলের কিছু কত্তে পাল্লেন না, ছোট ছেলের ঘাড় ভাঙ্‌বার উজ্জুগ পেলেন—সেপাইদের রাগ বাঙ্গালির উপর ঝাড়্‌তে লাগ্‌লেন! লর্ড ক্যানিংকে বাঙ্গালিদের অস্ত্র শস্ত্র (বঁটিও কাটারিমাত্র) কেড়ে নিতে অনুরোধ কল্লেন! বাঙ্গালিরা বড় বড় রাজকর্ম্ম না পায়, তারও তদ্বির হতে লাগ্‌লো, ডাক ঘরের কতকগুলি নেড়ে প্যায়দাদের অন্ন গ্যালো, নীলকরেরা অনরেরী মেজেষ্টর হয়ে মিউটিনি উপলক্ষ করে (চোর

চার ভাঙ্গা ব্যাড়া) দাদন, গাদন ও শামচাঁদ খ্যালাতে লাগ্‌লেন, শামচাঁদ সামান্যি নন, তাঁর কাছে আইন এগুতে পারেন না— সেপাইতো কোন ছার! লক্ষ্ণৌএর বাদসাকে কেল্লায় পোরা হলো, গোরারা সময় পেয়ে দু চার বড় বড় ঘরে লুট তরাজ আরম্ভ কল্লে, মার্সাল লা জারি হলো, যে ছাপা যন্ত্রের কল্যাণে হুতোম নির্ভয়ে এত কথা অক্লেশে কইতে পাচ্চেন, যে ছাপা যন্ত্র কি রাজা কি প্রজা কি সেপাই পাহারা—কি খোলার ঘর, সকলকে এক রকম দ্যাখে, ব্রিটিস কুলের সেই চির-পরিচিত ছাপা যন্ত্রের স্বাধীনতা মিউটিনি উপলক্ষে কিছুকাল শিকলী পর্‌লেন। বাঙ্গালিরে ক্রমে বেগতিক দেখে গোপাল মল্লিকের বাড়িতে সভা করে সাহেবদের বুঝিয়ে দিলেন যে,—"যদিও এক শ বছর হয়ে গ্যালো, তবু তাঁরা আজও সেই হতভাগা ম্যাড়া বাঙ্গালিই আছেন–বহু দিন ব্রিটিস সহবাসে, ব্রিটিস শিক্ষায় ও ব্যবহারেও অ্যামেরিকান্‌দের মত হতে পারেন নি। (পার্‌বেন কি না তারও বড় সন্দেহ) তাঁদের বড় মানুষদের মধ্যে অনেকে তুফানের ভয়ে গঙ্গায় নৌকো চড়েন না—রাত্তিরে প্রস্রাব কত্তে উঠ্‌তে হলে স্ত্রীর বা চাকর চাকরাণীর হাত ধরে ঘরের বাইরে যান, অস্তরের মধ্যে টেবিল ও পেন্‌নাইফ ব্যবহার করে থাকেন, যাঁরা আপনার ছাওয়া দেখে ভয় পান–তাঁরা যে লড়াই কর্‌বেন এ কথা নিতান্ত অসম্ভব।" বল্‌তে কি, কেবল আহার ও গুটিকতক বাছালো বাছালো আচারে তাঁরা ইংরেজদের স্কেচ্ মাত্র করে নিয়েছেন। যদি গবর্ণমেণ্টের হুকুম হয়, তা হলে সেগুলিও চেয়ে পরা কাপড়ের মত এখনই ফিরিয়ে দ্যান–রায় মহাশয়ের মগ বাবুর্চিকে জবাব দেওয়া হয়— বিলিতি বাবুরা ফির্‌তি ফলারে বসেন–ও ঘোষজা গাঁজা

ধরেন, আর রাগাম্বর মিত্র বনাতের প্যান্‌টুলন ও বিলিতি বদমাইসি থেকে স্বতন্ত্র হন।

ইংরেজরা মাগ, ছেলে ও স্বজাতির শোকে একেবারে মরিয়া হয়ে উঠেছিলেন, সুতরাং তাতেও ঠাণ্ডা হলেন না—লার্ড ক্যানিংএর রিকলের জন্যে পার্লিয়ামেন্টে দরখাস্ত কল্লেন, সহরে হুজুকের এক শেষ হয়ে গ্যালো। বিলেত থেকে জাহাজ জাহাজ গোরা আস্‌তে লাগ্‌লো—সেই সময় বাজারে এই গান উঠ্‌লো।

গান।

"বিলাত থেকে এল গোরা,
মাথায় পর কুর্‌তি পরা,
পদভরে কাঁপে ধরা,
হাইল্যাণ্ডনিবাসী তারা।
টামটিয়া টোপির মান,
হবে এবে খর্ব্বমান,
সুখে দিল্লী দখল হবে,
নানা সাহেব পড়্‌বে ধরা॥

বাঙ্গালিরা ঝোপ বুঝে কোপ ফেল্‌তে বড় পটু; খাঁটি হিন্দু (অনেকেই দিনের ব্যালায় খাঁটি হিন্দু) দলে রটিয়ে দিলে যে, "বিধবাবিবাহের আইন পাস ও বিধবাবিবাহ হওয়াতেই সেপাইরে খেপেচে। গবর্ণমেণ্টে বিধবাবিবাহের আইন তুলে দিয়েচেন—বিদ্যেসাগরের কর্ম্ম গিয়েচে—প্রথম বিধবাবিবাহ বর শিরীশের ফাঁসি হবে!"

কোথাউ হুজুক উঠ্‌লো "দলিপ সিংকে কৃশ্চান করাতে, নাগপুরের রাণীদের স্ত্রীধন কেড়ে নেওয়াতে ও লক্ষ্ণৌএর বাদসাই যাওয়াতেই মিউটিনি হলো!"

নানা মুনির নানা মত! কেউ বল্লেন সাহেবরা হিন্দুর ধর্ম্মে হাত দ্যান, তাতেই এই মিউটিনি হয়েচে। তারকেশ্বরের মোহন্তের রক্ষিত রাঁড়—কাশীর বিশ্বেশ্বরের পাণ্ডার স্ত্রী ও কালীঘাটের বড়হালদারের বাড়ির গিন্নীরে স্বপ্নে দেখেচেন, ইংরেজদের রাজত্ব থাক্‌বে না! দুই এক জন ভট্‌চায্যি ভবিষ্যৎ পুরাণ খুলে তারই নজির দ্যাখালেন!

ক্রমে সেপাইএর হুজুকের বাড়্‌তি কমে গ্যালো—আজ—দিল্লী দখল হলো—নানা পালালেন—জং বাহাদুরের সাহায্যে লক্ষ্ণৌ পাওয়া হলো! মিউটিনির প্রায় সমুদায় সেপাইরে ফাঁসিতে, তোপেতে ও তলওয়ারের মুখেতে শেষ হলেন—অবশিষ্টেরা ক্যানিংএর পলিসিতে ক্ষমা প্রার্থনা করে বেঁচে গ্যালেন!

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি পুরোণো বছরের মত বিদেয় হলেন—কুইন স্বরাজ্য খাস প্রক্লেম কল্লেন; বাজী, তোপ ও আলোর সঙ্গে মায়াবিনী আশা "কুইনের খাসে প্রজার দুঃখ রবে না" ব ড়ি বাড়ি গেয়ে ব্যাড়াতে লাগ্‌লেন, গর্ভবতীর যত দিন একটা না হয়ে যায়, তত দিন যেমন "ছেলে কি মেয়ে" লোকের মনে সংশয় থাকে, সংসার কুইনের প্রেক্লেমেসনে সেইরূপ অবস্থায় স্থাপিত হলো।

মিউটিনির হুজুক শেষ হলো—বাঙ্গালিরা কাঁশী ছেঁড়া অপরাধীর মত সে যাত্রা প্রাণে প্রাণে মান বাঁচালেন, কারু নিরপরাধে প্রাণদণ্ড হলো, কেউ অপরাধী থেকেও জায়গির পেলেন। অনেক বামুনে কপাল ফলে উঠ্‌লো, "যখন যার কপাল ধরে—"ইত্যাদি কথার সার্থকতা হলো। রোগ, শোক ও বিপদে যেমন লোকে পতিগত স্ত্রীর মূল্য জান্‌তে পারে, সেইরূপ মিউটিনি উপলক্ষে গবর্ণমেণ্টও বাঙ্গালি শব্দের

কথঞ্চিৎ পদার্থ জানতে অবসর পেলেন, "শ্রীবৃদ্ধিকারীরা" আশা ও মান ভঙ্গে অন্তরে বিষম জ্বালায় জ্বলতেছিলেন, এক্ষণে পোড়া চক্ষে বাঙ্গালিদের দেখতে লাগ্‌লেন—আমরাও স্কুল ছাড়্‌লেম। আঃ! বাঁচলেম—গায়ে বাতাস লাগ্‌লো।

মরাফেরা।

আমরা ছেলে বেলাতেই জ্যাটার শিরোমণি ছিলেম, স্কুল ছাড়াতে জ্যাটামি ভাতের ফ্যানের মতন উত্‌লে উঠ্‌লো, (বোধ হয় পাঠকরা এই হুতোম প্যাঁচার নক্‌শাতেই আমাদের জ্যাটামির দৌউড় বুঝ্‌তে পেরে থাক্‌বেন) আমরা প্রলয় জ্যাটা হয়ে উঠ্‌লেম—কেউ কেউ আদর করে "চালাক দাস" বলে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন।

ছেলে বেলা থেকেই আমাদের বাঙ্গলা ভাষার উপর বিলক্ষণ ভক্তি ছিল, শেখ্‌বারও নিতান্ত অনিচ্ছা ছিল না। আমরা পূর্ব্বেই বলিছি যে আমাদের বুড়ো ঠাকুরমা ঘুমবার পূর্ব্বে নানা প্রকার উপকথা কইতেন। কবিকঙ্কণ, কৃত্তিবাস ও কাশীদাসের পয়ার মুখস্থ আওড়াতেন। আমরাও সেই গুলি মুখস্থ করে স্কুলে, বাড়ীতে ও মার কাছে আওড়াতেম-- মা শুনে বড় খুসি হতেন ও কখন কখন আমাদের উৎসাহ দেবার জন্যে ফিঃ পয়ার পিছু একটী করে সন্দেশ প্রাইজ দিতেন; অধিক মিষ্টি খেলে তোত্‌লা হতে হয়, ছেলেবেলা আমাদের এ সংস্কারও ছিল, সুতরাং কিছু আমরা আপনারা খেতুম, কিছু কাগ্‌ও পায়রাদের জন্যে ছাতে ছড়িয়ে দিতুম; আর আমাদের মুঞ্জুরী বলে দিব্বি একটি শাদা বেরাল ছিল

(আহা কাল সকালে সিটী মরে গ্যাছে – বাচ্চাও নাই।) বাকী সে প্রসাদ পেতো। সংস্কৃত শেখাবার জন্যে আমাদের এক জন পণ্ডিত ছিলেন," তিনি আমাদের লেখা পড়া সেখাবার জন্যে বড় পরিশ্রম কত্তেন। ক্রমে আমরা চার বছরে মুগ্ধবোধ পার হলেম, মাঘের দুই পাত ও রঘুর তিন পাত পড়েই আমাদের জ্যাটামোর সূত্র হলো; টিকী, ভোঁটা ও রাঙ্গা বনাতওয়ালা টুলো ভট্টাচার্য্য দেখলেই তর্ক কর্ত্তে যাই, ছোড়াগোছের ঐ রকম বেয়াড়া বেশ দেখ্‌তে পেলেই তর্কে হারিয়ে টিকী কেটে নিই, কাগজে প্রস্তাব লিখি – পয়ার লিখ্‌তে চেষ্টা করি ও অন্যের লেখা প্রস্তাব থেকে চুরি করে আপনার বলে অহঙ্কার করি – সংস্কৃত কালেজ থেকে দূরে থেকেও ক্রমে আমরাও ঠিক এক জন সংস্কৃত কালেজের ছোক্‌রা হয়ে পড়্‌লেম; গৌরবলাভেচ্ছা হিন্দুকুশ ও হিমালয় পর্ব্বত থেকেও উঁচু হয়ে উঠ্‌লো – কখন বোধ হতে লাগলো কিছু দিনের মধ্যে আমরা দ্বিতীয় কালিদাস হবো (ওঃ শ্রীবিষ্ণু কালি দাস বড় লম্পট ছিলেন) তা হওয়া হবে না, তবে ব্রিটেনের বিখ্যাত পণ্ডিত জনসন? (তিনি বড় গরিবের ছেলে ছিলেন, সেটি বড় অসঙ্গত হয়,) রামমোহন রায়? হাঁ এক দিন রামমোহন রায় হওয়া যায় — কিন্তু বিলেতে মত্তে পার্ব্বো না।

ক্রমে কি উপায়ে আমাদের পাঁচ জনে চিন্‌বে, সেই চেষ্টাই বলবতী হলো, তারই সার্থকতার জন্যই যেন আমরা বিদ্যোৎসাহী সাজ্‌লেম — গ্রন্থকার হয়ে পড়্‌লেম — সম্পাদক হতে ইচ্ছা হলো — সভা কল্লেম — ব্রাহ্ম হলেম – তত্ত্ববোধিনী সভায় যাই – বিধবা বিয়ের দলাদলী করি ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত, ঈশ্বরচন্দ্র

গুপ্ত প্রভৃতি বিখ্যাত দলের লোকেদের উপাসনা করি—আন্তরিক ইচ্ছে যে লোকে জানুন যে আমরাও ঐ দলের এক জন ছোট খাট কেষ্ট বিষ্টুর মধ্যে!

হায় অল্প বয়সে এক এক বার অবিবেচনার দাস হয়ে আমরা যে সকল পাগ্‌লামো করেছি, এখন সেইগুলি স্মরণ হলে কান্না ও হাঁসি পায়; আবার এখন যে পাগ্‌লামি প্রকাশ কচ্চি, এর জন্য বৃদ্ধ বয়সে অনুতাপ তোলা রইলো। মৃত্যুশ-য্যার পাশে যবে এইগুলির ভয়ানক ছবি দ্যাখা যাবে, ভয়ে ও লজ্জায় শরীর দাহ কত্তে থাক্‌বে, তখন সেই অনন্য আশ্রয় পরমেশ্বর ভিন্ন আর জুড়াবার স্থান পাওয়া যাবে না! বাপ মার কাছে মার খেয়ে ছেলেরা যেমন তাঁদেরই নাম করে "বাবাগো—মাগো" বলে কাঁদে—আমরাও তেমনি সেই ঈশ্ব-রের আজ্ঞা লংঘন নিবন্ধন বিপদে পড়ে তাঁর নাম ধরেই পাঠক! তোমায় ভেংচুতে ভেংচুতে ও কলা দেখাতে দেখাতে তরে যাব।

প্রলয় গর্ম্মিতে এক দিন আমরা মোটা চাদোর গায়ে দিয়ে ফিলজফর সেজে ব্যাড়াচ্চি, এমন সময় নদে অঞ্চলের এক জন মুহুরি বল্লে যে "আমাদের দেশে হুজুক্ উঠেছে ১৫ই কার্ত্তিক রবিবার দিন দশ বছরের মধ্যের মরা মানু-ষরা যমালয় থেকে ফিরে আস্‌বে"—জন্মের মধ্যে কর্ম্ম নিমুর চৈত্র মাসে রাশের মত সহরের কোন কোন বেনে বাবুরা সিঙ্গিবাহিনী ঠাকুরুণের পালায় যেমন ছোট আদালতের দু চার কয়েদী খালাস করেন, সেই রকম স্বর্গে কোন দেবতা আপনার ছেলের বিবাহ উপলক্ষে যমালয়ের কতকগুলি কয়েদী খালাস কর্ব্বেন, নদের রামশর্ম্মা আচায্যি গুণে বলে-চেন।" আমরা এই অপরূপ হুজুক্ শুনে তাক্ হয়ে রইলেম

এ দিকে সহরেও ক্রমে গোল উঠ্‌লো "১৫ই কার্ত্তিক মরা ফির্‌বে।" বাঙ্গলা খবরের কাগজওয়ালারা কাগজ পুরাবার জিনিস পেলেন—একটি গেরোর উপর আর একটি গেরো দিলে পূর্ব্বের গেরোটি যেমন আল্‌গা হয়ে যায়, বিধবা বিবাহ প্রচার করাতে সহরের ছোট ছোট বিধবাদের বিদ্যাসাগরের প্রতি যে ভক্তি টুকু জন্মে ছিলো, এই প্রলয় হুজুকে ঋতুগত থর্‌ম-মেটরের পারার মত একেবারে অনেক ডিক্রী নেবে গিয়ে বিলক্ষণ ঢিলে হয়ে পড়্‌লো ;

সহরের যে খানে যাই, সেই খানেই মরা ফের্‌বার মিছে হুজুক্‌। আশা, নির্ব্বোধ স্ত্রী ও পুরুষদলের প্রিয়সহচরী হলেন। জোচ্চোর ও বদমাইসেরা সময় পেয়ে গোছাল গোছাল জায়গার মরা ফেরা সেজে বেতে লাগ্‌লো, অনেক গেরেস্তোর ধর্ম্ম নষ্ট হলো—অনেকের টাকা ও গয়না গ্যালো-- বাজারে হোস্তেল মাগ্‌গি হয়ে উঠ্‌লো! ক্রমে আষাঢ়াস্ত বেলার সন্ধ্যার মত, শোকাতুরের সময়ের মত ১৫ ই কার্ত্তিক নবাবিচালে এসে পড়্‌লেন। দুর্গোৎসবের সময় সন্ধ্যাপূজোর ঠিক শুভক্ষণের জন্য পৌত্তলিকরা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন—ডাক্তরের জন্য মুমূর্ষু রোগীর আত্মীয়রা যেমন প্রতীক্ষা করে থাকেন ও স্কুলবয় ও কুঠিওয়ালারা যেমন ছুটীর দিন প্রতীক্ষা করেন—বিধবা ও পুত্র ভ্রাতাহীন নির্ব্বোধ পরিবারেরা সেই রকম ১৫ ই কার্ত্তিকের অপেক্ষা করেছিলেন। ১৫ ই কার্ত্তিক দিল্লির লাড্ডু হয়ে পড়্‌লেন—যাঁরা পূর্ব্বে বিশ্বাস করেন নি, ১৫ ই কার্ত্তিকের আড়ম্বর ও অনেকের অতুল বিশ্বাস দেখে তাঁরাও দলে মিস্‌লেন। ছেলে ব্যালা আমাদের একটি চিনের খোরগোশ ছিল, আজ বছর আষ্টেক হলো সেটি মরেচে—আমরাও তার ফিরে আসবার

জন্য কচি কচি দূর্ব্বো ঘাস তুলে, বহু কালের ভাঙ্গা পিঁজরে মাটি ঝেড়ে ঝুড়ে তুলো পেড়ে বিছানা টিছানা করে তার অপেক্ষায় রইলেম।

১৫ ই কার্ত্তিক মরা ফিরবে কথা ছিল, আজ ১৫ ই কার্ত্তিক। অনেকে মরার অপেক্ষায় নিমতলা ও কাশীমিত্রের ঘাটে বসে রইলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে গ্যালো, রাত্তির দশটা বাজে, মরা ফিরলো না; অনেকে মরার অপেক্ষায় থেকে মড়ার মত হয়ে রাত্তিরে ফিরে এলেন; মরা ফেরার হুজুক থেমে গ্যালো।

আমাদের জ্ঞাতি ও নিন্দুকেরা।

আমরা ক্রমে বিলক্ষণ বড় হয়ে উঠলেম; দু চার জন আমাদের অবস্থায় হিংসে কত্তে লাগলেন; জ্ঞাতিবর্গের বুকে ঢেঁকী পড়তে লাগলো—আমাদের বিপদে মুচকে হাসেন ও আমোদ করেন; তাঁদের এক চোক কাণা হয়ে গেলে যদি আমাদের দু চক্ষু কাণা হয়, তাতে এক চক্ষু দিতে বিলক্ষণ প্রস্তুত—সতীনের বাটিতে গু গুলে খেতে পারলে তার বাটিটি নষ্ট হয় স্বয়ং না হয় গু গুলেই খেলেন! জ্ঞাতি বাবু ও বিবিদেরও সেই রকম ব্যবহার বেরুতে লাগলো! লোকের আঁটকুড়ো হয়ে বনে একা থাকা ভাল, তবু আমাদের মতন জ্ঞাতির সঙ্গে এক ঘর ছেলে পুলে নিয়েও বাস করা কিছু নয়! আমাদের জ্ঞাতিরা দুর্য্যোধনের বাবা—তাদের মেয়েরা কৈকয়ী ও শূর্পণখা হতেও সরেস! ক্রমে একদল শত্রু জন্মা-লেন, এক দল ফেুণ্ডও পাওয়া গ্যালো। যাঁরা শত্রুর দলে মিসলেন, তাঁরা কেবল আমাদের দোষ ধরে নিন্দা কত্তে

রম্ভ কল্লেন। ফ্রেণ্ডরা সাধ্যমত ডিফেণ্ড কত্তে লাগ্লেন, ত্তুরা খাওয়া দাওয়া ও শোয়ার সঙ্গে আমাদের নিন্দে করা সংকল্প করে ছিলেন, সুতরাং কিছুতেই থাম্লেন না; আমরাও অনেক সন্ধান করে দেখ্লুম যে যদি তাঁদের কোন কালে অপরাধ করে থাকি, তা হলে অবশ্যই আমাদের উপর চট্‌তে পারেন; কিছুই খুঁজে পেলুম না বরং সন্ধানে বেরুলো যে নিন্দুক দলের অনেকের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ পর্য্যন্তও নাই—লোকের সাধ্যমত উপকার করা যেমন কতক গুলির চিরন্তন ব্রত, সেই রূপ বিনা দোষে নিন্দা করাও সহরের কতকগুলি লোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম ও ব্রতের মধ্যে গণ্য—আমরা প্রার্থনা করি, নিন্দুকরা কিছু কাল বেঁচে থাকুন, তা হলেই অনেকে তাঁদের চিনে নেবেন ও বক্তারা যেমন বকে বকে শেষে ক্লান্ত হয়ে আপনিই থামেন, তেমনি এঁরা আপনা আপনি থাম্বেন; তবে অনেকের এই পেসা বলেই যা হোক্—পেসাদারের কথা নাই।

নানাসাহেব।

মরা ফেরা হুজুক থাম্লে কিছু দিন নানা সাহেব দশ বারো বার মরে গ্যালেন, ধরা পড়্লেন ও আবার রক্তবীজের মত বাঁচ্লেন। সাত পেয়ে গরু—দরিয়াই ঘোঁড়া—লক্ষ্ণৌএর বাদ্সা—শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে—ওয়েল্স সাহেব—নীল বান্দরে লঙ্কাকাণ্ডে লংএর মেয়াদ—কুমীর, হাঙ্গর ও নেকড়ে বাগের উৎপাতের মত ইংলিশ্‌ম্যান ও হরকরা নামক দুখানি নীল কাগজের উৎপাত—ব্রাহ্ম ধর্ম্ম প্রচারক রামমোহন রায়ের স্ত্রীর শ্রাদ্ধে দলাদলীর ঘোঁট ও শেষে হঠাৎ অবতারের হুজুক বেড়ে উঠ্লো।

সাতপেয়ে গরু।

সাতপেয়ে গরু বাজারে ঘর ভাড়া কল্লেন, দর্শনী দুপয়সা রেট হলো; গরু রাখ্‌বার জন্য অনেক গরু একত্র হলেন। বাকি গরুদের ঘন্টা বাজিয়ে ডাকা হতে লাগ্‌লো, কিছু দিনের মধ্যে সাতপেয়ে গরু বিলক্ষণ দশ টাকা রোজগার করে দেশে গ্যালেন।

দরিয়াই ঘোড়া।

দরিয়াই ঘোড়াও ঐ রকমে রোজগার কত্তে লাগ্‌লেন; বেশির মধ্যে বিক্রী হবার জন্য দু চার মাতালো মাতালো থামওলা সেপাই পাহারা ও গোরা কোচম্যান্ (যেখানে অন্দর মহলেও ঘোঁড়ার সর্ব্বদা সমাগম) ওয়ালা বাড়িতে গমনাগমন কল্লেন। কে নেবে? লাক্‌টাকা দর! আমাদের সহরের কোন কোন বড় মানুষের যে ত্রিশ চল্লিশ লাক্‌টাকা দর, পিঁজরেয় পূরে চিড়িয়া খানায় রাখ্‌বারও বিলক্ষণ উপ-যুক্ত; কিন্তু কৈ! নেবার লোক নাই! এখন কি আর সৌখিন আছে? বাংলা দেশে চিড়িয়াখানার মধ্যে বর্দ্ধমানের তুল্য চিড়িয়াখানা আর কোথাও নাই – সেথায় সায় মহারাজ, তত্ত্ব, রত্ন, লঙ্কার উল্লুক, ভাল্লুক প্রভৃতি নানা রকম আজগুবি কেতার জানোওয়ার আছে, এমন কি এক আদ্‌টির ঘোড়া নাই।

লক্ষ্ণৌএর বাদ্‌সা।

দরিয়াই ঘোড়া কিছু দিন সহরে থেকে শেষে খেতে না পেয়ে দরিয়ায় পালিয়ে গ্যালেন। লক্ষ্ণৌএর বাদসা দরিয়াই ঘোড়ার জায়গায় বস্‌লেন—সহরে হুজুক উঠলো, "লক্ষ্ণৌএর বাদ্‌সা মুচিখোলায় এসে বাস করেচেন, বিলেত যাবেন; বাদ্‌সার বাইয়ানা পোসাক, পায়ে আলতা,” কেউ বল্লে "রোগা ছিপ্‌ ছিপে, দিব্বি দেখতে, ঠিক যেন একটি অপ্‌সরা৮” কেউ বল্লে "আরে না, বাদসাটা একটা কুঁপোর মত মোটা, ঘাড়ে গদ্দানে, গুণের মধ্যে বেস্‌ গাইতে পারে” কেউ বল্লে "আঃ—ও সব বাজে কথা, যে দিন বাদ্‌সা পার হন, সে দিন সেই ইষ্টিমারে আমিও পার হয়েছিলাম; বাদ্‌সা শ্যামবর্ণ, এক হারা, নাকে চস না, ঠিক্‌ আমাদের মৌলবী সাহেবের মত” লক্ষ্ণৌএর বাদ্‌সা কয়েদ থেকে খালাস হয়ে মুচিখোলায় আসায় দিনকতক সহর বড় গুল্‌জার হয়ে উঠ্‌লো। চোর বদমাইসরাও বিলক্ষণ দশ টাকা উপায় করে নিলে; দোকানদারদেরও অনেক ভাঙ্গা পুরোণো জিনিস বেধড়ক দামে বিক্রী হয়ে গ্যালো; দুই এক খ্যাম্‌টাওয়ালী বেগম হয়ে গ্যালেন। বাদ্‌সা মুচিখোলার অর্দ্ধেকটা জুড়ে বস্‌লেন। সাপুড়েরা যেমন প্রথমে বড় বড় কেউটে সাপ ধরে হাঁড়ির ভেতোর পুরে রাখে, ক্রমে তেজ মরা হয়ে গ্যালে খ্যালাতে বার করে গবর্ণমেন্টও সেই রকম প্রথমে বাদ্‌সাকে কিছু দিন কেল্লায় পুরে রাখলেন, শেষে বিষ দাঁত ভেঙ্গে তেজের হ্রাস্‌ করে খেল্‌তে ছেড়ে দিলেন। বাদ্‌সা ডম্বরুর তালে খেল্‌তে লাগ্‌লেন; সহরের কদ্দর, ভদ্দর, সেখ, খাঁ, দাঁ প্রভৃতি ধড়িবাজ পাইকেরা মাল সেজে কাঁহুনী গাইতে লাগলেন—বানর ও ছাগলও জুটে গ্যালো।

লক্ষ্ণৌএর বাদসা জমি নিলেন, দুই এক বড় মানুষ ক্ষ্যাপলা

জাল ফেল্‌লেন—অনেক প্রত্যাশা ছিল, কিন্তু শেষে জাল-খানা পর্য্যন্ত উঠ্‌লো না—কেউ বল্লে "কেঁদো মাছ!" কেউ বল্লে "রাগা!" নয় "খোঁটা!"

শিবকৃষ্ট বন্দোপাধ্যায়।

হুজুক রঙ্গে শিবকেষ্টো বাঁড়ুয্যে দ্যাখা দিলেন। বাবু দিন কত বড় বাড় বেড়ে ছিলেন; আজ একে চাবুক মারেন, আজ ওকে পাঠান ঠেকিয়ে জুতো মারেন, আজ মেড়ুয়াবাদী খোট্টা ঠকান, কাল টুপিওয়ালা সায়েব ঠকান—শেষে আপনি ঠক্‌লেন। জালে জড়িয়ে পড়ে বাঙ্গালির কুলে কালী দিয়ে চোদ্দ বৎসরের জন্য জিঞ্জির গ্যালেন। কোন কোন সায়েবে পয়সার জন্য না করেন হ্যান কর্ম্মই নাই, সিটি শিবকেষ্টো বাবুর কল্যাণে বেরিয়ে পড়্‌লো—এক জন "এম, ডি, এফ, আর, সি, এস" প্রভৃতি বত্রিশ অক্ষরের খেতাব ওয়ালা ডাক্তর ঐ দলে ছিলেন।

ছুঁচোর ছেলে বুঁচো।

আমাদের সহরে বড় মানুষদের মধ্যে অনেকের অরগুণ নাই বরগুণ আছে। "ভাল কত্তে পার্‌বো না মন্দ কর্ব্বো কি দিবি তা দে!" যে ভাষা কথা আছে, এঁরা তারই সার্থ-কতা করেচেন—বাবুরা পরের ঝক্‌ড়া টাকা দিয়ে কিনে—"গাঁয়ে মানে না আপনি মোড়োল" হতে চান—অনেকে আড়ি তুল্‌তেও এই পেসা আশ্রয় করেচেন! যদি এমন পেসাদার না থাক্‌তো, তা হলে শিবকেষ্টোর কে কি কত্তে

পাত্তো? তিনি কেবল ভাজ্‌কে ও ভাইপোকে ঠকিয়ে বিষয়টি আপনি নিতে চেষ্টা করেছিলেন বৈতো নয়! আমাদের কল্‌কেতা সহরের অনেক বড় মানুষ যে ভাইয়ের স্ত্রীকে ডাক্তার দিয়ে বিষ খাইয়ে মেরে ফেলেও গায়ে ফুঁদিয়ে গাড়ি ঘোড়া চড়ে ব্যাড়াচ্চেন, কৈ আইন তাঁর কাছে কলকে পায় না কেন? শিবকেষ্টো যেমন জাল করেছিলেন, বোধ হয় সহরের অনেক বড় মানুষের ঘরে ও রকম কত পার পেয়ে গ্যাছে ও নিত্যি কত হচ্চে—সহরের একটি কাশ্মীরী মুখ্‌খু বড় মানুষ আক্ষেপ করে বলে ছিলেন যে “সহরে আমার মত অনেক ব্যাটাই আছে, কেবল আমিই ধরা পড়েচি” শিবকেষ্টোর বিষয়েও ঠিক্‌ তাই।

জস্‌টিস্‌ ওয়েল্‌স।

শিবকেষ্টোর মকদ্দমার মুখে জস্‌টিস্‌ ওয়েল্‌স নতুন ইণ্ডেন্ট হন। তাঁর সংস্কার ছিল, বাঙ্গালিদের মধ্যে প্রায় সকলেই মিথ্যাবাদী ও জালবাজ, সুতরাং মকদ্দমা কর্‌বার সময় যখন চার পা তুচ্ছল বক্তৃতা কত্তেন, তখন প্রায়ই বল্‌তেন “বাঙ্গালীরা মিথ্যাবাদী ও বজ্জলের জাত্‌।” এতে বাঙ্গালীরা অবশ্যই বল্‌তে পারেন “শতকরা দশ জন মিথ্যেবাদী বা বজ্জলে হলে যে আশি নব্বুই জনও মিথ্যেবাদী হবেন এমন কোন কথা নাই”—চার দিকে অসন্তোষের গুজগাজ্‌ পড়ে গ্যাল, বড় দলের মোড়োলরা হাতে কাগজ পেলেন “ভেঁই ঘোঁটের” যত মাতালো মাতালো জায়গায় ঘোঁট পড়ে গ্যাল, শেষে অনেক কষ্টে একটি সভা করে সার চার্লস কার্ঠ মহাশয়ের নিকট দরখাস্ত করাই এক প্রকার স্থির হলো। কিন্তু

সভা কোথায় হয়! বাঙ্গালিদের তো এক পদও "সাধারণের" স্থল নাই! টাউন হাল্ সাহেবদের, নিমতলার ছাত খোলা হল গবর্মেন্টের, কাশীমিত্তিরের ঘাটে হল নাই; প্রসন্নকুমার ঠাকুর বাবুর ঘাটের চাঁদনীতে হতে পারে, কিন্তু ঠাকুর বাবুর পাঁচ জন সায়েব সুবোর সঙ্গে আলাপ আছে, সুতরাং তাও পাওয়া কঠিন। শেষে রাজা রাধাকান্তের নবরত্নের নাটমন্দিরই প্রশস্ত সিদ্ধান্ত হলো। কাগজে বিজ্ঞাপন বেরুলো অমুক দিন রাজা রাধাকান্ত বাহাদুরের নবরত্নের নাটমন্দিরে ওয়েল্স জজের মুখরোগের চিকিৎসা কর্বার জন্যে সভা করা হবে! ঔষধ সাগরে রয়েচে!

সহরের অনেক বড় মানুষ—তাঁরা যে বাঙ্গালির ছেলে, ইটি স্বীকার কত্তে লজ্জিত হন; বাবু চুণো গলীর আনড্রু পিক্রুসের পৌত্তুর বল্লে তাঁরা বড় খুসি হন; সুতরাং যাতে বাঙ্গালির শ্রীবৃদ্ধি হয়, মান বাড়ে, সে সকল কাজ থেকে দূরে থাকেন। তদ্বিপরীত, নিয়তই স্বজাতির অমঙ্গল চেষ্টা করে থাকেন। রাজা রাধাকান্তের নাটমন্দির ওয়েল্সের বিপক্ষে বাঙ্গালিরা সভা কর্ব্বেন শুনে তাঁরা বড়ই দুঃখিত হলেন—খানা খাবার কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় মনে পড়ে গ্যালো, যাতে ঐ রকম সভা না হয়, কায়মনে তারই চেষ্টা কত্তে লাগ্লেন। রাজা বাহাদুরের কাছে সুপারিস্ পড়্লো; রাজা বাহাদুর সত্যব্রত, এক বার কথা দিয়েচেন, সুতরাং উঁচুদলের সুপারিস হলেও সহসা রাজী হলেন না। সুপারিসওয়ালারা জোয়ারের গুয়ের মত সাগরের প্রবল তরঙ্গে ভেসে চল্লো। নিরুপিত দিনে সভা হলো, সহরের লোক রৈ রৈ করে ভেঙ্গে পড়্লো, নবরত্নের ভিতরের বিগ্রহ ও নাটমন্দিরের সামনের যোড়হস্ত করা পাথরের গড়ুরেরও আহ্লাদের সীমে রইলো

না। বাঙ্গালিদের যে কথঞ্চিৎ সাহস জন্মেচে, এই সভাতে তার কিছু প্রমাণ পাওয়া গ্যাল। সুপারিসওয়ালা বাবুরা ও সহরের সোণার বেণে বড় মানুষরা কেবল এই সভায় আসেন নাই—সুপারিসওয়ালাদের থোঁতা মুখ ভোঁতা হয়ে গ্যাল, বেণে বাবুরা কোন কাজেই মেসেন না, সুতরাং তাঁদের কথাই নাই! ওএল্‌স্‌-হুজুকের অনেক অংশে শেষ হলো, দশ লক্ষ লোকে সই করে এক দরখাস্ত কাষ্ঠ সাহেবের কাছে প্রদান কল্লেন, সেই অবধি ওয়েল্‌স্‌ও ব্রেক হলেন।

টেক্‌চাঁদের পিসী।

টেক চাঁদ ঠাকুরের টেপী পিসী ওয়েল্‌সের মুখরোগের তরে মিটিং করা হয়েচে শুনে বল্লেন "ওমা আজ কাল সবই ইংরিজি কেতা! আমরা হলে মুড়োমুড়ি, নারকেলমুড়ি ও ঠনঠনের নিম্‌কীতে দোরস্ত কত্তেম!" নারকেলমুড়ি বড় উত্তম অষুধ, হলোয়ের বাবা! আমাদের সহরের অনেক বড়মানুষ ও দুই এক জেলার ধিরাজ মহারাজা বাহাদুর নিয়তই রোগ-ভোগ করে থাকেন; দারজীলিং, সিম্‌লে, সপাটু, ভাগলপুর ও রাণীগঞ্জে গিয়েও সোদ্‌রাতে পারেন না; আমরা তাঁদের অনুরোধ করি, নারকেলমুড়ি ও ঠনঠনের নিমকীটাও ট্রাই করুন! ইমিজিয়েট রিলিফ্‌!!!

পাদ্রি লং ও নীলদর্পণ।

নীলকরী হ্যাঙ্গাম উঠ্‌লো, শোনা গ্যালো, কৃষ্ণনগর, পাবনা, রাজসাই প্রভৃতি নীলজেলার রেয়োতরা খেপেচে। কে তাদের খ্যাপালে? কি উলুইচণ্ডী? না! শাঁমচাঁদ?

তবে—"মাজিষ্ট্রেট ইডেনের ইস্তাহারে" "ইণ্ডি গো কমিসনে" "হরিশে" "লংএ" "ছোট আদালতে" "কণ্ট্রাকৃটবিলে" অবশেষে গ্রাণ্টের রিজাইনমেণ্টে রোগ সারতে পারেন ? না! কেবল, শামচাঁদীরা সল্লে !!!

নীলকর সায়েবরা দ্বিতীয় রিভোলিউসন হবে বিবেচনা করে (ঠাকুর ঘরে কে ? না আমি কলা খাইনি) গবর্ণমেণ্টে তোপ ও গোরা সাহায্য চেয়ে পাঠালেন! রেজিমেণ্টকে রেজিমেণ্ট গোরা, গন্, বোট্ ও এসপেসিয়েল্ কমিসনর চল্লো—মফস্বলে জেলে আর নিরপরাধীর জায়গা ধরে না, কাগজে হুল থুল পড়ে গ্যালো ও আল্টর ব্রেড অবতার হয়ে পড়্লেন।

প্রজার দুরবস্থা শুন্‌তে ইণ্ডিগোকমিসন্ বস্‌লো, ভারতবর্ষীয় খুড়ীর চমকা ভেঙ্গে গ্যাল। (খুড়ী একটু আফিন খান) বাঙ্গালির হয়ে ভারতবর্ষীয় খুড়ীর এক জন খুড়ো কমিসনর হলেন। কমিসনে কেঁচো খুঁড়্‌তে খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়্লো ; সেই সাপের বিষে নীলদর্পণ জন্মালো ; তার দরুণ নীলকর-দল হন্নে হয়ে উঠলেন—ছাই গাদা, কচুবন, ফ্যান গোঁজলা ছেড়ে দিয়ে ঠাকুর ঘরে, গির্জেয়, প্যালেসে ও প্রেসে তাগ্ কল্লেন! শেষে ঐ দলের একটা বড় হঙ্গেরিয়ান হাউণ্ড পাদ্রি লং সায়েবকে কাম্ড়ে দিলে !

প্যায়দারা পর্য্যন্ত ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট হয়ে মফস্বলে চল্লেন, তুমুলকাণ্ড বেঁধে উঠলো। বাদাবুনে বাগ্ (প্ল্যান্‌টারস্ এসোসিয়েসন) বেগতিক দেখে নাম বদ্‌লে (ল্যাণ্ডহোল্ডর্স এসোসিয়েসন) তুল্সী বনে ঢুকলেন। হরিশ মলেন। লংএর মেয়াদ হলো। ওয়েল্স ধমক খেলেন। গ্রাণ্ট রিজাইন দিলেন—তবু হুজুক মিট্‌লো না! প্রকৃত বাঁদুরে হ্যাঙ্গামে

বাজারে নানা রকম গান উঠলো; চাসার ছেলেরা লাঙ্গল ধরে মুলো ও মুড়ি খেতে খেতে

গান।

সুর "হাঃ শালার গরু.. তাল, "টিট কিম্বী ও ল্যাজমলা।"

উঠ্‌লো সে সুখ, ঘট্‌লো অসুখ মনে, এত দিনে।
মহারাণীর পুণ্যে মোরা, ছিলাম সুখে এই স্থানে॥
উঠ্‌লো খামার ভিটে ধান, গ্যাল মানী লোকের মান,
হ্যানো সোণার বাংলা খান, পোড়ালে নীল হনুমানে॥

গাইতে লাগ্‌লো। নীলকরেরা এর উত্তরে ক্যাটল্‌ট্রেস্‌পস্‌ বিল পাস করে, কেউ কোন কোন ছোট আদালতের উকীল জজেদের স্যামপীন্‌ খাইয়ে ও ঘরঘঁ্যাসা করে, কেউ বা খাজনা বাড়িয়ে, খেউড়ে জিতে কথঞ্চিৎ গায়ের জ্বালা নিবারণ কল্লেন।

নীলবাঁদুরে লঙ্কাকাণ্ডের পালা শেষ হয়ে গ্যালো, মোড়োলেরা জিরেন পেলেন, ভারতবর্ষীয় খুড়ি এক মৌতাত চড়িয়ে আরাম কত্তে লাগলেন। কোন কোন আশাসোটাওয়ালা খেতাবী খুড়ো, অনরেরী চৌকিদারী, তথা ছেলে পুলের আসেসরী ও ডেপুটী মেজেস্টরীর জন্য সাদা দেবতার উদ্দেশে কঠোর তপস্যায় নিযুক্ত হলেন। তথাস্তু!!!

শামচাঁদের অসহ্য টর্‌চরে ভূত পালায়, প্রজারা খেপে উঠ্‌বে কোন্‌ কথা! মিউটিনী ও ব্লাক অ্যাক্টের সভাতে তো "শ্রীবুদ্ধিকারীরা" চটেই ছিলেন, নীলবাঁদুরে হ্যাঙ্গামে সেইটি বদ্ধমূল হয়ে পড়্‌লো। বড় ঘরে সতীন হলে, বড় বৌ ও ছোট বৌকে তুষ্ট কত্তে কর্ত্তা ও গিন্নির য্যামন হাড় ভাজা ভাজা হয়ে

যায়, "শ্রীবুদ্ধিকারী" সুইপিং ক্লাস্ ও নেটিভ্ কমিউনিটিকে তুষ্ট কত্তে গিয়ে ইণ্ডিয়া ও বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টও সেই রকম অবস্থায় পড়লেন।

রমাপ্রসাদ রায়।

হুতোমের পাঠক! আমরা আপনাদের পূর্ব্বেই বলে এসেচি যে, "সময় কারও হাতধরা নয়; সময় নদীর জলের ন্যায়, বেশ্যার যৌবনের ন্যায়, জীবের পরমায়ুর ন্যায়; কারুই অপেক্ষা করে না।" দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা বড় হচ্চি, দেখ্‌তে দেখ্‌তে বছর ফিরে যাচ্চে; কিন্তু আমাদের প্রায় মনে পড়ে না যে "কোন্ দিন যে মত্তে হবে তাঁর স্থিরতা নাই।" বরং যত বয়স হচ্চে, ততই জীবিতাশা বলবতী হচ্চে, শরীর তোয়াজে রাখ্‌চি, আরসি ধরে শোণ নুটির মত পাকা গোঁপে কলপ দিচ্চি, সীমলের কালাপেড়ের বেহদ্দ বাহারে বঞ্চিত হতে প্রাণ কেঁদে উঠচে! শরীর ত্রিভঙ্গ হয়ে গিয়েচে, চস্‌মা ভিন্ন দেখ্‌তে পাইনে, কিন্তু আশা ও তৃষ্ণা তেমনি রয়েচে, বরং ক্রমে বাড়্‌চে বই কম্‌চে না। এমন কি অমর বর পেয়ে—প্রকৃতির সঙ্গে চিরজীবী হলেও মনের সাধ মেটে কি না সন্দেহ! প্রচণ্ড রৌদ্রক্লান্ত পথিক অভীষ্ট প্রদেশে শীঘ্র পৌঁছিবার জন্য এক মনে হন্ হন্ করে চলেচেন, এমন সময় হঠাৎ যদি একটা গেঁড়ি ভাঙ্গা কেউটে রাস্তায় শুয়ে আছে দেখ্‌তে পান, তা হলে তিনি য্যামন চম্‌কে ওঠেন, এই সংসারে আমরাও কখন কখন মহাবিপদে ঐ রকম অবস্থায় পড়ে থাকি; তখন এই দগ্ধ হৃদয়ের চৈতন্য হয়! উল্লিখিত পথিকের হাতে সে সময় এক গাছা মোটা লাঠি থাক্‌লে তিনি য্যামন সাপ্‌টাকে মেরে পুনরায় চল্‌তে আরম্ভ করেন, আম-

রাও মহাবিপদে প্রিয় বন্ধুদের পরামর্শ ও সাহায্যে তরে যেতে পারি; কিন্তু যে হতভাগ্যের এ জগতে বন্ধু বলে আহ্বান কর্‌বার এক জনও নাই, বিপৎপাতে তার কি দুর্দ্দশাই না হয়! তখন তার এ জগতে ঈশ্বরই একমাত্র অনন্যগতি হয়ে পড়েন। ধর্ম্মের এমনি বিশুদ্ধ জ্যোতি—এমনি গম্ভীর ভাব, যে তার প্রভাপ্রভাবে ভয়ে ভণ্ডামো, নাস্তিকতা ও বজ্জাতী সরে পলায়—চারি দিকে স্বর্গীয় বিশুদ্ধ প্রেমের স্রোত বইতে থাকে—তখন বিপদসাগর জননীর স্নেহময় কোল হতেও কোমল বোধ হয়। হায়! সেই ধন্য, যে নিজ বিপদ সময়ে এই বিমল আনন্দ উপভোগ কর্‌বার অবসর পেয়ে আপনা আপনি ধন্য ও চরিতার্থ হয়েচে। কারণ প্রবল আঘাতে একবার পাষাণের মর্ম্ম ভেদ কত্তে পাল্লে চিরকালেও মিলিয়ে যায় না।

ক্রমে আমরাও বড় হয়ে উঠলেম—ছলনা কুআশায় আবৃত, আশার পরিসর শূন্য, সংসার সাগরের ভয়ানক শব্দ শোনা যেতে লাগ্‌লো। এক দিন আমরা কতকগুলি সমবয়সী একত্র হয়ে একটা সামান্য বিষয় নিয়ে তর্ক বিতর্ক কচ্চি, এমন সময় আমাদের দলের এক জন বলে উঠ্‌লেন "আরে আর শুনেচ? রমাপ্রসাদ বাবুর মার সপিণ্ডীকরণের বড় ধুম! এক লক্ষ টাকা বরাদ্দ; সহরের সমস্ত দলে, উদিকে কাশী কর্ণাট পর্য্যন্ত পত্র দেওয়া হবে" ক্রমে আমরা অনেকের মুখেই শ্রাদ্ধের নানা রকম হুজুক শুন্‌তে লাগলেম। রমাপ্রসাদ বাবুর বাপ ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক, তিনি স্বয়ং ব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টি, মার সপিণ্ডীকরণে পৌত্তলিকতার দাস হয়ে শ্রাদ্ধ কর্‌বেন শুনে কার না কৌতুহল বাড়ে! সুতরাং আমরা শ্রাদ্ধের আনুপূর্ব্বিক নক্‌সা নিতে লাগলেম।

ক্রমে সপিণ্ডনের দিন সঙ্কেপ হয়ে আসতে লাগলো। ক্রিয়ে বাড়ীতে স্যাকরা বসে গ্যাল—ফলারে বামুনরা অ্যাপ্রিন্‌টিস নিতে লাগলেন—সংস্কৃত কালেজের ফলারের প্রোফেসর রকমারী ফলারের লেক্‌চর দিতে আরম্ভ কল্লেন—বৈদিক ছাত্রেরা ভলমনস নোট লিখে ফেল্লেন—এ দিকে চতুস্পাঠিওয়ালা ভট্টাচার্য্যরা চলিত ও অর্দ্ধ পত্র পেতে লাগলেন; অনাহূত চতুস্পাঠিহীন ভট্টাচার্য্যরা স্থপারিস ও নগদ অর্দ্ধ বিদায়ের জন্য রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ি নিমতলা ও কাশীমিত্তিরের ঘাট হতেও বাড়িয়ে তুল্লেন—সেথায় বা কটা শকুনি আছে! এঁদের মধ্যে অনেকের চতুস্পাঠীতে সংবৎসর ষাঁড় হাগে, সরস্বতী পূজার সময় ব্রাহ্মণী ও কোলের মেয়েটি বঙ্গদেশীয় ছাত্র সাজেন, শোলার পদ্ম ও রাংতার সাজওয়ালা ক্ষুদে ক্ষুদে মেটে সরস্বতীর অধিষ্ঠান হয়; জানিত ভদ্দর লোকদের নেলিয়ে দিয়ে কিছু পটে।

ভটচাৰ্য্যি মশাইদের ছেলে ব্যালা যে কদিন আসল সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ তার পর এজন্মে আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে না, কেবল সংবচ্ছর অন্তর এক দিন মেটে সরস্বতীর সঙ্গে সাক্ষাৎ, সেও কেবল যৎকিঞ্চিৎ কাঞ্চন মূল্যের জন্য।

পাঠকগণ! এই যে উর্দ্দি ও তকমাওয়ালা বিদ্যালঙ্কার, ন্যায়লঙ্কার বিদ্যাভূষণ ও বিদ্যাবাচস্পতিদের দেখ্‌চেন, এঁরা বড় ক্যালা যান না! এঁরা পয়সা পেলে না করেন হ্যান কর্ম্মই নাই! সংস্কৃত ভাষা এই মহাপুরুষদের হাতে পড়েই ভেবে ভেবে মিলিয়ে যাচ্চেন। পয়সা দিলে বানর ওয়ালা নিজ বানরকে নাচায়, পোসাক পরায়, ছাগলের উপর দাঁড় করায়; কিন্তু এঁরা পয়সা পেলে নিজে বানর পর্য্যন্ত সেজে নাচেন!

যত ভয়ানক দুষ্কর্ম্ম এই দলের ভিতর থেকে বেরোবে, দায়-মালী জেল তন্ন তন্ন কল্লেও তত পাবে না।

আগামী কল্য সপিণ্ডন। আজ্ কাল্ সহরের দলপতি দলে অনেকেই কুলপানা চক্করের দলে পড়েচেন, নামটা ঢাকের মত, কিন্তু ভেতরটা ফাঁক!—রমাপ্রসাদ বাবু সদরের প্রধান উকীল, সাহেব সুবোদের বাবুর প্রতি যেরূপ অনুগ্রহ, তাতে আরও কত কি হয়ে পড়বেন, সুতরাং রমাপ্রসাদ বাবু দলস্থ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের পত্র দিলে ফিরিয়ে দেওয়াটাও ভাল হয় না, কিন্তু রমাপ্রসাদ বাবু ও * * *" প্রভৃতি নানা প্রকার তর্ক বিতর্ক চল্‌তে লাগ্‌লো। দুই এক টাট্‌কা দলপতিরা (জোর কলমে, মান অপমানের ভয় নাই) রমাপ্রসাদ বাবুর তোয়াক্কা না রেখে আপন দলে আপন প্রোক্লেমেসন দিলেন, প্রোক্লেমেসন, দলস্থ ভট্টাচার্য্য দলে বিতরণ হতে লাগলো, অনেকে দু নৌকোয় পা দিয়ে বিষম বিপদে পড়্‌লেন—শান্‌-কীর ইয়ারেরা "বারে বার মুরগী তুমি" দলে ছিলেন, চিরকাল মুখ পুঁচে চলেচে, এইবার মহাবিপদে পড়তে হলো সুতরাং মিত্তির খুড়ো লিভ্ নিয়ে হাওয়া খেতে যান। চাটুয্যে শয্যা-গত হয়ে পড়েন। দলপতির প্রোক্লেমেসন জুরির শমন ও সফিনে হতেও ভয়ানক হয়ে পড়্‌লো, সে এই——

" শ্রীশ্রীহরি—
শরণং
অসেস শাস্ত্ররত্নাকর পারবরপরম পূজনীয়—
শ্রীল
ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ———
শ্রীচরণেষু
ধর্ম্ম———

সেবক শ্রী* চন্দর দাস ঘোষ
সাষ্টাঙ্গে শত শহস্র প্রণীপাত পুরসর নিবেদনং কার্য্যণঞ্চাগে শ্রীশ্রীভট্টাচার্য্য মহাশয়দিগে আশীর্ব্বাদে এ সেবকের প্রাণগতীক কুসল পরে যে হেতুক ৺ রামমোহন রায়ের পুত্র বাবু রমাপ্রশাদ রায় স্বীয় মাতা ঠাকুরাণীর একোর্দ্দিষ্ট শ্রার্দ্ধে মহাসমারোহ করিতেছেন এই দলের বিখ্যাত কুলীন ও আমার ভগ্নীপতি বাবু খিনিক্কৃষ্ট মিত্রজা মজকুর শম্যক্ প্রতীয়মাণ হইয়া জানিয়াছেন যে উক্ত রায় বাবু সহরের সমস্ত দলেই পত্র দিবেন সুতরাং এ দলেও পত্র পাঠাইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা কিন্তু আমাদের শ্রীশ্রী৺ সভার দলের অনুগত দলের সহিত রায় মজকুরের আহার ব্যাভার চলিত নাই সুতরাং তিনি পত্র পাঠাইলেও আপনারা তথায় সভাস্থ হইবেন না।

শ্রী * চন্দর দাস ঘোষ।
সম্মতঃ সাং—সুড়ীঘাটা।
শ্রীহবীস্বর শর্ম্মাঃ ন্যায়লঙ্কারোপাধীকঃ
বাব্যঃ সভাপণ্ডীতঃ "

প্রক্লেমেসন্ পেয়ে ভট্‌চায্যি ও ফলারেরা ডুব্ মাল্লেন; কেউ কেউ ফল্‌গু নদীর মত অন্তঃশীলে বইতে লাগলেন,

ডুবে জল খেলে শিবের বাবার সাধ্যি নাই যে, টের পান; তবুও অনেক জায়গায় চৌকী, থানা ও পাহারা বসে গ্যাল, কিছুতেই কিছু কত্তে পাল্লেন না, টাকার খোসবো প্যাজ রুসুনের গন্ধ ঢেকে তুল্লে— শ্রাদ্ধ সভা পবিত্র হয়ে উঠ্‌লো, বাগ্‌বাজারের মদনমোহন ও শ্রীপাট খড়দর শ্যামসুন্দর পর্য্যন্ত ব্রজের রসে গড়াগড়ি দিতে লাগ্‌লেন। শ্রাদ্ধের দিন সকাল ব্যালা রমাপ্রসাদ বাবুর বাড়ি লোকারণ্য হয়ে গ্যাল, গাড়িবারাণ্ডা থেকে বাবুর্চ্চীখানা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ঠেল ধর্‌লো, এমন কি শ্রীক্ষেত্রে রথযাত্রায় জগন্নাথের চাঁদমুখ দেখ্‌তেও এত লোকারণ্য হয় না।

সপিণ্ডনের দিন সকালে রমাপ্রসাদ বাবু বারাণসী গরদের জোড় পরে ভক্তি ও শ্রদ্ধার আধার হয়ে পড়লেন। ব্যালার সঙ্গে সভার জনতা বাড়্‌তে লাগ্‌লো, এক দিকে রাজভাটেরা সুর করে বল্লালের গুণগরিমা ও আদিসুরের গুণ কীর্ত্তন কত্তে লাগ্‌লো, এক দিকে ভট্টাচার্য্যদের তর্ক লেগে গ্যালো, দ্বাদশ জন ভেতরমুখো কুলীন দলপতিরা ভয় ও লজ্জায় সোয়ার হয়ে সভাস্থ হতে লাগ্‌লেন, দল দল কেত্তন আরম্ভ হলো, খোলের চাটিতে ও হরিবোলের শব্দে ডাইনিং রুমের কাঁচের গ্ল্যাস ও ডিসেরা যেন ভয়ে কাঁপতে লাগ্‌লো— বৈমাত্র ভাই ধুম করে মার শ্রাদ্ধ কচ্চেন দেখে জ্ঞাতিত্ব নিবন্ধন হিংসাতেই ব্রাহ্মধর্ম্ম কাঁদ্‌তে লাগ্‌লেন দেখে— অ্যান্টিবিসন হাঁসতে লাগ্‌লেন!

ক্রমে মালাচন্দন ও দানসামগ্রী উচ্ছুগ্‌গু হলে সভা ভঙ্গ হলো। কল্‌কেতার ব্রাহ্মণ ভোজন দেখতে বেস,—হুজুররা আঁতুড়ের ক্ষুদে মেয়েটিকেও বাড়িতে রেখে ফলার কত্তে আসেন না—যার যে কটি ছেলেপুলে আছে, ফলারের দিন